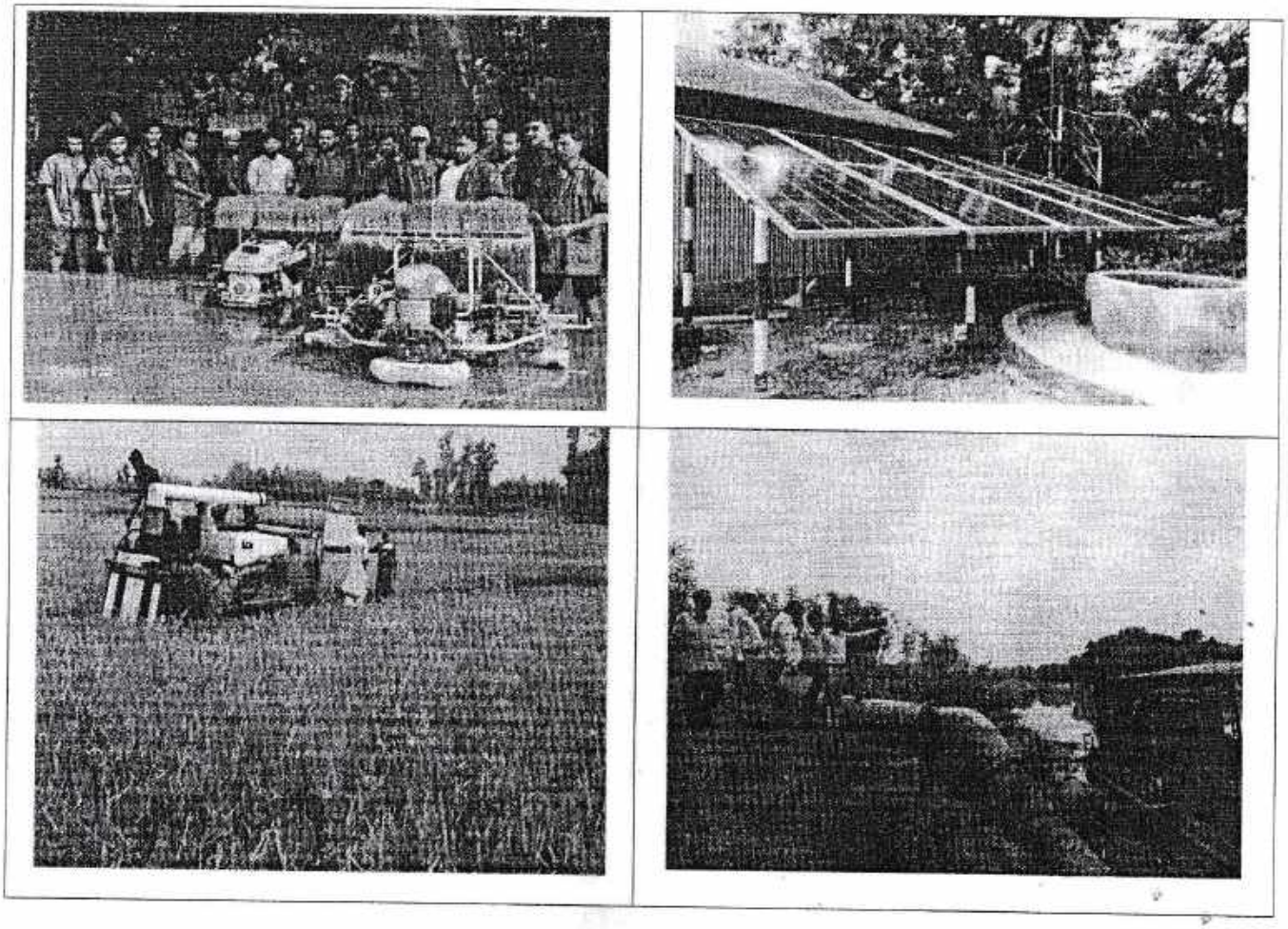
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর- ৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়: কৃষি সেক্টর সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন

বিষয়: কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বিগত ০৫ বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) প্রকল্পসমূহের অর্জন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে 'টাইম ওভাররান' ও 'কস্ট ওভাররান'।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর- ৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়: কৃষি সেক্টর সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন

বিষয়: কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বিগত ০৫ বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অর্জন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে 'টাইম ওভাররান' ও 'কস্ট ওভাররান'।

প্রধান উপদেষ্টা: জনাব আবুল কাশেম মো: মহিউদ্দিন

সচিব, আইএমইডি

উপদেষ্টা: মোঃ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক,
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর- ৪, আইএমইডি

গবেষক: জনাব সাজিয়া জামান
পরিচালক,
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর- ৪, আইএমইডি

তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ:

জনাব মোঃ তৈয়াবুর রহমান মোল্যা
সহকারী পরিচালক
ও
জনাব সঞ্জয় কর্মকার
মূল্যায়ন কর্মকর্তা
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর- ৪, আইএমইডি

সুচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i-iii
	প্রথম অধ্যায় **কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি**	১-৫
১.১	ভূমিকা	১
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	১
১.৩	কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের পরিচিতি	১-৪
১.৪	২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	৫
	দ্বিতীয় অধ্যায় **গবেষণা পদ্ধতি**	৬
	তৃতীয় অধ্যায় **প্রাপ্ত ফলাফল**	৭-৪৪
৩.১	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র ও পর্যালোচনা	৭-২১
৩.২	কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) পর্যালোচনা	২১-২২
৩.২.১	জাতীয় আরএডিপি'র সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনা	২২
৩.৩	বিগত ০৫(পাঁচ) অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের অর্জন	২৩-৩৩
৩.৪	প্রকল্পসমূহ সংশোধনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ	৩৩
৩.৫	প্রকল্পসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ	৩৪
৩.৬	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব	৩৪
৩.৭	বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) কৃষি সেক্টরের আওতায় ডিএই, বিএডিসি, বিএমডিএ, ড্যামের উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন	৩৫-৩৭
৩.৮	বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে কৃষিখাতে সেচের কাভারেজ, সার সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বীজ উৎপাদন, কৃষির আধুনিকায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি বিপণনের বিদ্যমান চেইনের পর্যালোচনা	৩৭-৪১
৩.৯	কৃষিতে খামার যান্ত্রিকীকরণে অর্জন	৪১-৪২
৩.১০	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র	৪২-৪৪
চতুর্থ অধ্যায়	**SWOT Analysis**	৪৫-৪৬
পঞ্চম অধ্যায়	**সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	৪৭-৫০
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সুপারিশ ও উপসংহার**	৫১-৫৩
৬.১	সুপারিশ	৫১-৫২
৬.২	উপসংহার	৫৩

সারণি	
বিবরণ	পৃষ্ঠা
কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির চিত্র: (সারণি ৩.১)	৭
কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান ৮০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির হার (সারণি ৩.২)	২০
কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান ৮০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধির হার (সারণি ৩.৩)	২১

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) পর্যালোচনা (সারণি ৩.৪)	২১
জাতীয় আরএডিপি'র সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনা (সারণি ৩.৫)	২২
কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত ৫(পাঁচ) বছরে সমাপ্ত প্রকল্প (সারণি ৩.৬)	২৩
কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি (সারণি ৩.৭)	২৩
কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯ -২০ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি (সারণি ৩.৮)	২৪-২৫
কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি (সারণি ৩.৯)	২৬-২৭
কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি (সারণি ৩.১০)	২৮-২৯
কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি (সারণি ৩.১১)	৩০-৩১
বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) কৃষি সেক্টরের আওতায় ডিএই, বিএডিসি, বিএমডিএ, ড্যামের উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন (সারণি ৩.১২, ৩.১৩, ৩.১৪, ৩.১৫, ৩.১৬)	৩৫-৩৭
বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) চাষযোগ্য জমির পরিমাণ, সেচকৃত জমির পরিমাণ, সেচ কাভারেজ অর্জনে বিএডিসি ও বিএমডিএ-এর অবদান (সারণি ৩.১৭)	৩৮
বিগত ৫ বছরে বিএডিসি'র এডিপিভুক্ত বীজ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন (সারণি ৩.১৮)	৩৮
বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অর্জন (সারণি ৩.১৯, ৩.২০)	৩৯
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রকল্প সমুহে অর্জন (সারণি ৩.২১)	৪০

চিত্রঃ	পৃষ্ঠা
চিত্র: ৩.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি'র বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হারের সাথে জাতীয় গড়ের তুলনা	২২
চিত্র: ৩.২ আরএডিপি'র মোট বরাদ্দের বিপরীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনা	২২
চিত্র ৩.৩ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫ বছরে (অর্থবছর ভিত্তিক) ৬৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় বৃদ্ধির তথ্যাদি	৩২
চিত্র ৩.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫ বছরে (অর্থবছর ভিত্তিক) ৬৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধির তথ্যাদি	৩৩

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প সমাপ্তির পর পিসিআর মূল্যায়ন করার পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Annual Performance Agreement এর সূচক 'উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গবেষণা' কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কৃষিতে সেচের কাভারেজ, বীজ উৎপাদন, সার সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের প্রসার, কৃষি বিপণন চেইন জোরদারকরণ বিষয়ক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে মূলতঃ সেকেন্ডারি উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য কৃষি মন্ত্রণায়ের প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাসিক প্রতিবেদন, এডিপি রিভিউ সভার কার্যবিবরণী, আইএমইডি-এর পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কৃষিখাতে সেচের কাভারেজ, বীজ উৎপাদন, সার সংরক্ষণে সক্ষমতা পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি বিপণন বিষয়ের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অর্জন বিষয়ে গবেষণার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ০৫(পাঁচ) অর্থবছরের (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্জন মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর),আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাজেট ও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে এ গবেষণার মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট জিওবি বরাদ্দের ৫২.৭৬% অর্থ ব্যয় হয়েছে। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এ আর্থিক অগ্রগতি এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যয়ের জাতীয় গড় (৪২.৩০%) এর তুলনায় বেশী। 'প্রকল্পের টাইম ওভাররান' ও 'কষ্ট ওভাররান' পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৩টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে ০-৩০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩টি প্রকল্পের যা মোট প্রকল্পের ২৮.৭৫%। ৩০-৬০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮টি (১০%), ৬০-৯০% পর্যন্ত ১টি (১.২৫%) ও ৯০-১২০% পর্যন্ত ১টি (১.২৫%)। অপরদিকে, ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৯টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে ০-২০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২টি (৪০%), ২০-৪০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩টি (৩.৭৫%), ৪০-৬০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১টি (১.২৫%), ৬০-৮০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২টি (২.৫%) এবং ১০০% এর উর্ধ্বে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১টি (১.২৫%) প্রকল্পের। অন্যদিকে, ৩৬টি (৪৫%) প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় কোনটি বৃদ্ধি পায়নি এবং ২টি (২.৫%) প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। বিগত ০৫ বছরে (অর্থবছর ভিত্তিক) সমাপ্ত ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২৫টি প্রকল্প মূল ডিপিপি'র নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে। ৩৮টি প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি পেয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২১টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ০-৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে ১০টি প্রকল্পের ৩০-৬০%, ২টি প্রকল্পের ৬০-৯০%, ১টি প্রকল্পের ৯০-১২০%, ৩টি প্রকল্পের ১২০-১৫০% এবং ১টি প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫০% এর উর্দ্ধে। অপরদিকে, ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্প মূল ডিপিপি'র নির্ধারিত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। ৪৪টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৯টি প্রকল্পের ব্যয় ০-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে ৭টি প্রকল্পের ২০-৪০%, ৩টি প্রকল্পের ৪০-৬০%, ৪টি প্রকল্পের ৮০-১০০% এবং ১টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০% এর উর্দ্ধে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে প্রকল্পের আউটপুট বা ফলাফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। স্থানীয় মূল্যস্ফীতি বা বৈদেশিক মুদ্রার মান বৃদ্ধি এগুলোর সামগ্রিক ফলাফল প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। অপরদিকে প্রকল্পের ফলাফল গ্রহিতা/সেবা গ্রহিতারা (End User) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সুবিধা/আউটপুট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধির কারণে আউটপুট এর উপযোগিতা হ্রাস পেতে পারে।

বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি সেক্টরের আওতায় সেচ, সার সংরক্ষণ, বীজ উৎপাদন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষি বিপণনে উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন সাধিত হয়েছে। বিএডিসি ও বিএমডিএ কর্তৃক খাল/নালা খনন/পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন/পুনর্বাসন, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/বর্ধিতকরণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, রাবার ড্যাম/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ, পাতকুয়া নির্মাণ, এলএলপি স্থাপন, জলাবদ্ধতা নিরসন ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। বিএডিসি ও বিএমডিএ-এর এ সকল কার্যক্রমের ফলে বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে প্রকল্প এলাকায় ৫.৪০৬ মিলিয়ন হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে। বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় ১১৫টি সার সংরক্ষণাগার মেরামত/সংস্কার করা হয়েছে। নতুন ১৭টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ধারণক্ষমতা ৫০,০০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ২৫টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল সংরক্ষণাগার নির্মাণের ফলে সার ধারণক্ষমতা ১.০০ লক্ষ মেঃ টন বৃদ্ধি পাবে। বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ৮টি প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিভিন্ন শ্রেণীর বীজ যেমন: ভিত্তি বীজ, ধান, গম ও ভুট্টা বীজ, হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন এবং ধান, গম ও ভুট্টার বীজ প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বীজ উৎপাদনের সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রম যথা: জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন, বীজ গুদাম, ট্রানজিট বীজ গুদাম ঘর স্থাপন ও প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে দেশে উন্নতমানের বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি বিপণন চেইন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন ০৮(আট) টি প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ, জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত ঢাকার গাবতলীতে ফুলের ১টি পাইকারি মার্কেট নির্মাণ ও ফুলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং কার্যক্রম সহায়তার জন্য ঢাকার পাইকারি বাজারে আধুনিক মেশিন স্থাপন, কৃষক পর্যায়ে আলু সংরক্ষণের জন্য মডেল স্টোরেজ হাউজ নির্মাণ, আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি বিতরণ, কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাকে কৃষিজাত পণ্যের মার্কেটিং, প্যাকেজিং, পোস্ট হারভেস্ট প্রাইমারি প্রসেসিং ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ইত্যাদি। সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন সহায়তা (হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ৭৫% হারে এবং দেশের অবশিষ্ট এলাকায় ৫০% হারে ভর্তুকি) প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন: কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার, পাওয়ার টিলার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, পাওয়ার থ্রেসার, পাওয়ার স্প্রেয়ার, মেইজ শেলার, পটেটো ডিগার ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণের ফলে হাওরের বোরো ধান আগাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। শতকরা ১৮ ভাগ জমির ধান মেশিনের মাধ্যমে কর্তন করা সম্ভব হচ্ছে। ফসলের সংগ্রহত্তোর অপচয় রোধ হয়েছে ৮-৯%, ফসলের সংগ্রহ খরচ হ্রাস পেয়েছে ৪৫.২৫%। রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এর মাধ্যমে জমিতে চারা রোপণ করে কৃষকেরা আর্থিকভাবে সাবলম্বি হচ্ছে এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও উৎপাদন খরচ । শ্রমিকের সংকট দূর হচ্ছে এবং উৎপাদন বাড়ছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে মোট ৮১৪৩৬৫ টি প্রদর্শনী প্লট ও ৭৯৭৭৪ জন কৃষক/কৃষি কর্মকর্তাকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা কৃষির বিভিন্ন প্রযুক্তি দেশব্যাপী সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে।

এ গবেষণায় কৃষিতে সেচ, সার ,বীজ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষি বিপণন চেইন সংক্রান্ত কিছু সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সেচের ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানি নির্ভর সেচ ব্যবস্থাপনার ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে; নদী, খাল-বিল সংস্কারের অভাবে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে; কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না ইত্যাদি। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের একক মালিকানাধীন জমির পরিমাণ কমে যাওয়া, বীজ উৎপাদন কার্যক্রমে জনবলের অভাব, বীজ উৎপাদন খামারের স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের স্বল্পতা বীজ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও অন্যান্যদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি। কৃষি বিপণনের সাথে সম্পর্কিত প্রধান সমস্যা হলো অঞ্চল/পণ্যভিত্তিক আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামোর ঘাটতি (পাইকারি/কালেকশন পয়েন্ট/প্রাইমারি প্রসেসিং সেন্টার/হিমাগার ইত্যাদি), সেন্ট্রাল আড়ত/ব্যবসায়ীর সাথে কৃষকের যোগাযোগের অভাব; কৃষিপণ্যের প্যাকিং হাউজের সংখ্যা অপ্রতুল, অধিক/সারপ্লাস অঞ্চলের কৃষি ব্যবসায়ীর সাথে অন্য/ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীর কম যোগাযোগ, কৃষিপণ্য বিপণনে কার্যকর ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ঘাটতি ইত্যাদি। খামার যান্ত্রিকীরণের প্রধান সমস্যা হলো খন্ড খন্ড জমিতে চাষাবাদ এবং পাশাপাশি জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল আবাদ করায় খামার যন্ত্রপাতি বিশেষ করে কম্বাইন্ড হারভেস্টার ব্যবহার অনেকক্ষেত্রে কার্যকর ও ইকনোমিক উপায়ে

না হওয়া, যন্ত্রপাতি চালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ চালক ও মেরামতের প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেকানিকের অভাব, কৃষি যন্ত্রপাতির খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সমস্যাসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা হলো: খাল/নালা/পুকুর খনন/পুনঃখনন/সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ; নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন: সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ; সেচ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; বিএডিসি ও বিএমডিএ-এর সংস্থার কার্যক্রমের পরিধি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদান; বিএডিসি-এর আওতায় বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ; বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল ও যানবাহনের ব্যবস্থা করা; বীজ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ; ক্রমবর্ধিষ্ণু কৃষি উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমবর্ধমান সারের চাহিদা সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত জৈব সার উৎপাদন ও প্রয়োগ নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিত রাসায়নিক সার ব্যবহারের উপরে সার ডিলারসহ কৃষকদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; কৃষি বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে অঞ্চল/পণ্যভিত্তিক আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত প্রয়োজনীয় বাজার অবকাঠামো (পাইকারি/কালেকশন পয়েন্ট/প্রাইমারি প্রসেসিং সেন্টার/কৃষিপণ্যের প্যাকিংহাউজ/হিমাগার ইত্যাদি) স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথমে একটি বিস্তারিত বেজলাইন সার্ভে/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা; কৃষিপণ্য বিপণনে কার্যকর ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির কার্যকর ও ইকনোমিক ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকদের সমজাতীয় ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ যাতে পাশাপাশি কয়েকটি জমির চাষ একটি যন্ত্র দ্বারা সফলভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে; কৃষিযন্ত্রের পরিচালনা ও মেরামতের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ মেকানিকদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পরিহারে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সঠিকভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ; ডিপিপি/আরডিপিপিতে বছরভিত্তিক আর্থিক সংস্থান মোতাবেক এডিপি/আরএডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ; প্রকল্প গ্রহণ করার সময় Mid Term Budgetary Framework এর সিলিং বিবেচনা করে প্রকল্প গ্রহণ; পরিপত্রের অনুশাসন অনুসরণ করে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর কেন্দ্রিয় পরিবহন পুলে জমা নিশ্চিতকরণ; প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসরণ; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে যথাসময়ে অডিট সম্পন্ন করা।

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ধান, ভুট্টা, আলু, সবজি ও ফলসহ অন্যান্য ফসলের ফসল উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময়োচিত কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য উৎপাদনে অর্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রেখে আধুনিক, ব্যয় সাশ্রয়ি ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন হচ্ছে।

প্রথম অধ্যায়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

১.১। **ভূমিকাঃ** বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর মূল কাজ হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প সমাপ্তি পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা, প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র সংগ্রহ ও সংকলনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, একনেক (ECNEC) এনইসি (NEC), সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্টগণের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন করা ইত্যাদি। এছাড়া আউটসোর্সিং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করা। Rules of Business-১৯৯৬ এর Allocation of Business-৩২ (c) অনুযায়ী এ সকল কার্যক্রম প্রতিপালন করা হয়। এর পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচক (৩.৪) অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্দেশনার অলোকে "সেক্টর সংশ্লিষ্ট গবেষণা" কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আইএমইডি বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর আওতায় কৃষি সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভিত্তিতে কৃষিতে সেচ ব্যবস্থার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সার সংরক্ষণে সক্ষমতা, বীজ উৎপাদন ,উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে বিপণন ব্যবস্থার চেইন তৈরি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.২। গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

(ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(খ) বিগত ০৫ বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অর্জন পর্যালোচনা করা; তন্মধ্যে

- কৃষিখাতে সেচের কাভারেজ মূল্যায়ন করা;
- সার সংরক্ষণে সক্ষমতা মূল্যায়ন করা;
- কৃষি উৎপাদনের সাথে কৃষি বিপণনের বিদ্যমান চেইন মূল্যায়ন করা;
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা; এবং
- ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান/সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের টাইম 'ওভাররান' ও 'কস্ট ওভাররান' এর প্রভাব পর্যালোচনা করা।

১.৩। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি:

কৃষি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি এবং অভিলক্ষ্য ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখিকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা এবং জনসাধারণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সরকারের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৭টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ও টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য নতুন কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; কৃষি নীতি, পরিকল্পনা, প্রজেক্ট ও নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি; কৃষি উপকরণ ও ভর্তুকি, বিতরণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্য বিপণনের তদারকি; কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান এবং অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার জন্য উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের পরিচিতি নিম্নরূপ:

১.৩.১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই):

ডিএই দেশের সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে দেশব্যাপী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের নিমিত্ত বিপুল জনশক্তি ও সম্পদসমূহের ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রথম কৌশল পরিকল্পনা (১৯৯৯-২০০২), কৌশল পরিকল্পনা (২০০২-২০০৬) এর বাস্তবায়ন করে । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব সকল শ্রেণির কৃষকদের চাহিদা ভিত্তিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা যাতে তারা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্থায়ী কৃষি ও আর্থ-সামাজিক

উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এ অধিদপ্তরের ভিশন/রূপকল্প "ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন" এবং মিশন /অভিলক্ষ্য "টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রিকৃত, এলাকা নির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণির কৃষকের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ"।

১.৩.২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি):

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের (NARS) সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে একই ছাতার নিচে দেশের সমগ্র কৃষি গবেষণা সমন্বয়, আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সংযোগ জোরদারকরণ, NARSভুক্ত ইনস্টিটিউটসমূহের গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা, প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে সহায়তা করা, সিস্টেমভুক্ত পরিচালন নীতিমালা এবং মান সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ইনস্টিটিউটসমূহের সন্তোষজনক পরিচালনা নিশ্চিত করে। কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশী সহায়তার ব্যবহার সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ করা; গবেষণায় দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে Research Grant এর বরাদ্দ এবং পরিচালনা; নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা, নবপ্রবর্তনমূলক (innovative) বা গবেষণামূলক কর্মসম্পাদনের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে।

১.৩.৩। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি):

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেবার পরিধি সমগ্র বাংলাদেশে তথা মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বিএডিসি'র উপর অর্পিত মৌলিক কাজগুলো হচ্ছে: সারা বাংলাদেশে কৃষি উপকরণ উৎপাদন, সংগ্রহ (ক্রয়), পরিবহন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা টেকসই করা এবং অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ যেমন: বীজ, সার সরবরাহ এবং ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের জন্য সেচের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিএডিসিতে নতুন নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি, জি-টু-জি পদ্ধতির মাধ্যমে সার আমদানি, বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ সহ উচ্চফলনশীল জাতের বীজবর্ধন ও বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল সহিষ্ণু জাতের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১.৩.৪। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি):

ব্রি ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্রি-র কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে-ধানের উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন; লবণাক্ততা, খরা, ঠান্ডা, তাপ, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, বালাই সহিষ্ণুসহ বিভিন্ন ঘাতসহিষ্ণু ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন; কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত ধানের জাত ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা প্রদান; উদ্ভাবিত ধানের জাত ও প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য প্রকাশনা সম্পাদন; ধানের ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ (Certified seed) উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ; লবণাক্ততা, খরা, ঠান্ডা, তাপ, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, বালাইসহিষ্ণুসহ বিভিন্ন ঘাতসহিষ্ণু ধানের ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ; কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন/উন্নয়ন; মুজিববর্ষ উদযাপনে বিশেষ কর্মসূচি যেমন: কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ধানের বীজ বিতরণ, প্রদর্শনী স্থাপন ও বৃক্ষরোপণসহ অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রম সম্পাদন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।

১.৩.৫। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই):

বিএআরআই-এর ম্যান্ডেট হচ্ছে বিস্তৃত আঙ্গিকে গবেষণা কার্যক্রম অনুমোদন করা; মাটি ও পানির বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ফসলের বিভিন্ন জাতের মূল্যায়ন; বিভিন্ন ধরণের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, রোগবালাই ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা; দক্ষতার সাথে কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা; কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, প্রকল্প এলাকা এবং খামার প্রতিষ্ঠা করা; নতুন জাতের ফসল এবং তাদের ব্যবস্থাপনার ওপর প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো ইত্যাদি।

১.৩.৬। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই):

বিডব্লিউএমআরআই-এর ম্যান্ডেটসমূহ হচ্ছে: গম ও ভুট্টার উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; গম ও ভুট্টার উন্নয়ন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক ও ফলিত বিষয়ে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন; জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি; গম ও ভুট্টা উৎপাদন দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার নিমিত্তে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান; গম ও ভুট্টা উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত

প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিতকরণ; প্রজনন ও মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল গম ও ভুট্টা বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ ইত্যাদি।

১.৩.৭। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ):

বিএমডিএ-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলীসমূহ হচ্ছে বরেন্দ্র অঞ্চলে সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ; পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ; কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ; সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানোর জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি (Surface Water) ব্যবহার; নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপন; জলাবদ্ধতা দূরীকরণ; উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ।

১.৩.৮। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা):

বাংলাদেশে নার্সভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) একটি অন্যতম ও একক প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কাজ হলো পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখা। দশটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনা'র গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়, সেগুলো হলোঃ (১) কৃত্রিম মিউটেশনের মাধ্যমে উন্নত শস্যজাত, (২) বায়োটেকনোলজি, (৩) মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও জীবাণুসার, (৪) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, (৫) বালাই ব্যবস্থাপনা, (৬) শস্য উৎপাদনশীলতার শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, (৭) ফসল ব্যবস্থাপনা, (৮) উদ্যান ফসলের উন্নয়ন, (৯) প্রযুক্তির হস্তান্তর ও প্রভাব মূল্যায়ন, এবং (১০) আর্থ-সামাজিক গবেষণা।

১.৩.৯। বাংলাদেশ পরমাণু পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই):

বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে- (১) পাটের কৃষি তথা পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন; উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা; (২) পাটের কারিগরি তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা এবং (৩) পাটের টেক্সটাইল অর্থাৎ পাট এবং তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রনে পাট জাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা।

১.৩.১০। তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি):

সিডিবি-এর ম্যান্ডেট হলো তুলাচাষি সংস্থা বা কমিটিসমূহকে সংগঠিত করে তুলা চাষের বিস্তৃতি সাধন এবং কৃষি উপকরণ ও উন্নত বীজ, সার সরবরাহ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ, সেচ ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি; তুলা চাষিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপন; চাষিদের উৎপন্ন বীজ তুলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান; উৎপাদন পর্যায়ে বীজ তুলা বাজারজাতকরণের সহায়তা প্রদান এবং তুলা উন্নয়ন কর্মসূচীর এবং সম্প্রসারিত উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১.৩.১১। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই):

এসআরডিআই-এর কার্যাবলীসমূহ হচ্ছে মাঠ জরিপ ও গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা, আকাশচিত্র বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশের মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্নকরণ; বিভিন্ন উপকারভোগি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা এবং গবেষণা খামার-এর বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ; সেচ সুবিধাযুক্ত এলাকা ও ফসল উৎপাদন ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য, সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা (যথা-বিষাক্ত, লবণাক্ত, ক্ষারীয় বা পীট মাটি), মৃত্তিকা অবক্ষয় এবং মৃত্তিকা ক্ষয় এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনার জন্য মৃত্তিকা জরিপ কাজ সম্পন্নকরণ ।

১.৩.১২। কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস):

এআইএস এর মূল লক্ষ্য কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি গণমাধ্যমের সাহায্যে তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কৃষি উন্নয়নমূলক প্রচার-প্রচারণার কাজটি করে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন সংস্থার চাহিদানুযায়ী মুদ্রণ সামগ্রি প্রকাশ, ভিডিও সামগ্রি নির্মাণ ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করে আসছে। কৃষি তথ্য বিস্তারে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ভিশন আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ এবং মিশন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগিদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি। কৃষি তথ্যের বিস্তার মাধ্যম কৃষি তথ্য সার্ভিস মূলত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সম্প্রসারণ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন নলেজ সেন্টার থেকে প্রাপ্ত কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি কৃষকের গ্রহণযোগ্য করে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি মাধ্যমে কৃষি তথ্য বিস্তার করে থাকে।

১.৩.১৩। **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম):**

ডিএএম কৃষি পণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের সকল পর্যায়ে কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করে। ডিএএম- এর কার্যাবলীসমূহের মধ্যে কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা; কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা; কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতি সমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ; সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ; কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্য।

১.৩.১৪। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই):

বিএসআরআই এর ম্যান্ডেট হলো চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগি শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন করা; চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগি প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা; ইক্ষুভিত্তিক খামার তৈরির ওপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা; চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল উদ্ভাবন করা; বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা; সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী ও আন্তর্জাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইক্ষু বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা; ইক্ষু উন্নয়ন ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা; ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

১.৩.১৫। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা):

নাটা-কে কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনে মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদের উন্নয়ন, কৃষি সেবা প্রদান পদ্ধতির মানোন্নয়নে শিক্ষা-গবেষণা-সম্প্রসারণ এর সম্পর্ক জোরদারকরণ, জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা ইত্যাদি কার্যক্রম করা হয়ে থাকে।

১.৩.১৬। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ):

এসসিএ-এর কার্যাবলী হলো বীজ উৎপাদকগণকে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান; নিম্ন ফলনশীল অথবা রোগ ও পোকামাকড় সংবেদনশীল হওয়ার কারণে কোনো জাতের ছাড়করণ বা নিবন্ধন প্রত্যাহারের জন্য বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান; বাজারকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বীজ পরীক্ষা ও পরিদর্শন; লেভেল বা চিহ্নযুক্ত বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক যথাযথ পরীক্ষার মাধ্যমে উহাদের ঘোষিত মানের সঠিকতা যাচাইকরণ; বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ; নিয়ন্ত্রিত বীজের প্রজনন বীজ, প্রত্যায়িত বীজ এবং ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন; সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বীজ প্রত্যয়ন; নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন; কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করা।

১.৩.১৭। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান):

বারটান এর কার্যাবলী হলো জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ; খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা; স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ; খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান; অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রি, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৪। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সংস্থাওয়ারী সংখ্যা নিম্নরূপ:

সংস্থার নাম	প্রকল্পের সংখ্যা
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	৩৪টি
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	১৬টি
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)	৪টি
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)	১০টি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)	০৩টি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)	০৩টি
তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)	০২টি
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)	০২টি
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)	০১টি
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)	০১টি
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)	০১টি
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই)	০১টি
সর্বমোট	৮০টি

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

২.১। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেক্টর-৪ এর আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভিত্তিতে কৃষিখাতে সেচের কাভারেজ, সার সংরক্ষণে সক্ষমতা, বীজ উৎপাদন, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে বিপণন ব্যবস্থার চেইন, এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণসংক্রান্ত নির্দেশকের আলোকে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনটি মূলতঃ সেকেন্ডারি উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেকেন্ডারী ডেটার উৎস হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের যাচিত তথ্যাদি ও প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.২ **লিটারেচার রিভিউ:** লিটারেচার রিভিউ-এর ক্ষেত্রে মূলত: বিগত ৫(পাঁচ) অর্থবছরের আইএমইডি কর্তৃক অর্থবছরভিত্তিক প্রকাশিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা র প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৩ **তথ্য সংগ্রহ:**

(ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য কৃষি মন্ত্রণায়ের প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাসিক প্রতিবেদন, প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সভার কার্যবিবরণী, আইএমইডি কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(খ) কৃষিখাতে সেচের কাভারেজ, সার সংরক্ষণে সক্ষমতা, বীজ উৎপাদন , কৃষি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি উৎপাদনের সাথে কৃষি বিপণনের বিদ্যমান চেইন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অর্জন বিষয়ে গবেষণার জন্য বিগত ০৫ অর্থবছরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কর্পোরেশন (বিএডিসি), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর(ডিএই) ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)এর সমাপ্ত প্রকল্প ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্জন মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর),আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৩ **মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার:** সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৪ **স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) পর্যালোচনা:**
বাজেট ও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে এ গবেষণার মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। অংশীজন অভিমত জানার জন্য প্রকল্প পরিদর্শনের সময় স্টেকহোল্ডার ও প্রকল্পের উপকারভোগিদের সাথে আলোচনা, বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর, প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৫ **তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন:**
উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণাত্মক কৌশল ব্যবহার করে সংগৃহিত ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিমাণগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রবণতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও পূর্বাভাসের পাশাপাশি বিভিন্ন থিম, প্যাটার্ন এবং অভিমতের গুণগত বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাপ্ত ফলাফল

৩.১। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র ও পর্যালোচনাঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ৩৪টি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর ১৬টি, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-এর ১০টি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)-এর ৩টি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)-এর ৪টি, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)-এর ৩টি, তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)-এর ২টি, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-২টি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-এর ১টি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)-এর ১টি, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-এর ১টি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)-এর ১টি, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (নাটা)-এর ১টি, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই)-এর ১টিসহ মোট ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি ৩.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) অঙ্গ-৩৪টি									
১.	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	মূল-জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ সর্বশেষ-জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩	মূল-৮২.৬৪ সর্বশেষ-৯৭.৬২	৫৬.২৭৩৮	৭৮.০০%	২৩.৩৯	১৯.৪৭	৮৭.৭১	৯৩%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি-১৪.৯৮ (১৮.১২%)
২.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪) [লিড এজেন্সী ডিএই]	মূল-জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪ সর্বশেষ-জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৬	মূল-৭৮০.৩৩ সর্বশেষ-১২৩৬.৮৯	১৯২.৭৫৭২	৬৫.০০%	১৯৩.৮৫	৬১.৬৪	৫৩৭.৭৯	৫২%	২বছর (৩৩.৩৩%) ব্যয় বৃদ্ধি-৪৫৬.৫৬ (৫৮.৫০%)
৩.	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল-জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ সর্বশেষ-জুলাই, ২০১৮	মূল-১১৯.৩৭ সর্বশেষ-১৪৫.৩৮	৭৮.০৯	৮৫.০০%	৯৩.২৭	১৩.২৭	১৯৬.৮৪	৫৬%	২বছর (৪০%) ব্যয় বৃদ্ধি-৭৮.৭০ (২৪.৫০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
		হতে জুন, ২০২৫								
৪.	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	মূল- জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪ -	মূল- ১,৯৪৮৯ সর্বশেষ- ২,১১৩৯	১,৬১৬৭	৮৫.১২%	১.০৫	০.৪৯	৪.৪৯	৮৯%	- ব্যয় বৃদ্ধি- ০.১৬৫ (৮.৪৬৬%)
৫.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল- জুলাই, ২০২০ হতে হতে জুন, ২০২৪ -	মূল- ২৭৮.২৬ -	১১০.৪৩৮	৫০%	৮০.৪৯	৬৪.৬৩	১৮৯.৫৮	৭১%	-
৬.	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	মূল- জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ -	মূল- ২১১.৮৪ -	৭৭.৫৪১২	৪৯%	৪১.৯৫	২৭.৪১	১২৭.৬০	৬১%	-
৭.	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প [লিড এজেন্সী ডিএই]	মূল- জানুয়ারি, ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৭ -	মূল- ১৪৮.৮০ -	২.৪৭	১০০.০০%	৫৮.৪৪	৫০.৫২	৩১.০৭	২০%	-
৮.	বহুরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প	মূল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ সর্বশেষ- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৫	মূল- ১৯৫.০০ সর্বশেষ- ৬৭১.৬০	৪৫০.৪৬	৭২.০০%	১০৫.২৬	৭৯.৮৯	৪৭৭.৫৮	৭২%	৫বছর (১০০%) ব্যয় বৃদ্ধি- ৪৭৬.৬০ (২৪৪.৪১%)
৯.	বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল- জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ সর্বশেষ- জুলাই, ২০১৮ হতে জুন,	মূল-১১১.৯১ সর্বশেষ- ১২৫.৮৩	৬৫.৪৯৪৮	৫২.০৩%	২০.৯৭	২০.৯৫	৭৬.৮৪	৬৩%	২বছর (৪০%) ব্যয় বৃদ্ধি- ১৩.৯২ (১২.৪৩%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
		২০২৫								
১০.	পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল-অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ সর্বশেষ-অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪	মূল-১৭২.১৩ সর্বশেষ-১৮১.৩১	১২৮.১৩০৩	৭২%	৪৩.১৮	৪৩.১৮	১৫৮.১১	৮৮%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি-৯.১৮ (৫.৩৩%)
১১.	লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল-মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ সর্বশেষ-মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	মূল-১২৬.৪৩ সর্বশেষ-১৪৪.৯১	১০৩.৩৯২৭	৭২%	২৪.২৩	২৪.১০	১১১.৯২	৮৫%	১বছর (২৬.০৮%) ব্যয় বৃদ্ধি-১৮.৪৮ (১৪.৬১%)
১২.	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ সর্বশেষ-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪	মূল-২৬৯.৫৬ সর্বশেষ-২৯৬.৪৯	২৩২.১৪	৮২%	৫৮.০০	৫৭.৮৩	২৭২.৪৩	৯২%	১বছর (২২.৬৪%) ব্যয় বৃদ্ধি-২৬.৯৩ (৯.৯৯%)
১৩.	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল-মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ সর্বশেষ-মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	মূল-১৫৬.৩১ সর্বশেষ-১৭৯.১০	১১৬.২২৭৬	৬৪.৮৯%	৪৬.৬৫	৪৬.৬১	১৪৫.৬৭	৮২%	১বছর (২০.৬৮%) ব্যয় বৃদ্ধি-২২.৭৯ (১৪.৫৮%)
১৪.	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের	মূল-জানুয়ারি, ২০২০	মূল-১৪৭.০২ সর্বশেষ-	৮১.৮৯	৪৯%	৪৯.৮৫	৪৮.৮৬	১১১.০৯	৬৭%	১বছর (২০%) ব্যয়ম বৃদ্ধি-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
	কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ সর্বশেষ- জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫	১৬৮.২০							২১.১৮ (১৪.৪০%)
১৫.	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প	মূল- জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ -	মূল- ৩০২০.০৬ -	১৮০১৯৪.৬৮	৫৯.৬৬%	৬৯৮.৫৬	৬৯৮.৪২	২২১৮.৬৭	৭৬%	-
১৬.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল- জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ সর্বশেষ- জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৬	মূল- ১২৩.৬৬ সর্বশেষ- ১৪২.১৬	৬২.৫৪	৪৪%	২৯.৪০	২৯.৩৪	৮২.৭৫	৬৭%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি- ১৮.৫০ (১৪.৯৬%)
১৭.	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল- জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ সর্বশেষ- জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	মূল- ৪৩৮.৪৭ সর্বশেষ- ৪৫৫.৮১	১৯২.৭৬	৪৫%	১৫১.৩৩	১৫১.২১	২৯২.৫৭	৬৬%	১বছর (৩৩.৩৩%) ব্যয় বৃদ্ধি- ১৭.৩৪ (৩.৯৫%)
১৮.	কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর (১ম সংশোধিত)	মূল- অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ সর্বশেষ- অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫	মূল- ১৫৬.৩৬ সর্বশেষ- ১৫৮.৩২	২২.৪৯	২০%	১০০.৭৫	১০০.৬৫	৫০.৫২	৩৩%	১বছর (৩৬.৩৬%) ব্যয় বৃদ্ধি- ১.৯৬ (১.২৫%)
১৯.	ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন	মূল- জুলাই, ২০২১ হতে জুন,	মূল-৪৯.৭১ -	২৪.০৮	৫৪%	১৭.৯১	১৭.৮৮	৩৭.০৩	৭৩%	-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
	অভিযোজন	২০২৪ -								
২০.	জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল- জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬ -	মূল- ৩৫৬.০৮ সর্বশেষ- ৩৮২.১৯	৭.৪৩০৫	১০%	৪৫.২৮	৫৯.৯৮	৩১.৩৯	১২%	ব্যয় বৃদ্ধি- ৬.১১ (৭.৩৩%)
২১.	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল- জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ -	মূল- ২০০.৫৪ সর্বশেষ- ২৩০.২৯	৩২২৯.৯৯	১৪.০৪%	৯৬.১০	৯৬.০১	৭২.৩৪	৩৫%	ব্যয় বৃদ্ধি- ২৯.৭৫ (১৪.৮৩%)
২২.	রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প	মূল- জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৭ -	মূল-৪৭.০৮ -	৫.৯৭	১২.৬৮%	১৬.৫০	১৬.৫০	১৫.৬৯	৩৫%	-
২৩.	মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মূল- জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৭ -	মূল- ১১৯.৫০ সর্বশেষ- ১৩৭.৪৩	১৮.৫১	১৩.৪৬%	৪৩.৭৩	৪৩.৭০	২৭.২২	২১%	ব্যয় বৃদ্ধি- ১৭.৯৩ (১৫%)
২৪.	যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প	মূল- জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৭ -	মূল- ১৭১.৩২ -	৫.৬	৫%	৩৭.৮৭	৩৭.৮৭	৩২.৩৪	২০%	-
২৫.	মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প	মূল- জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৭	মূল-৯৬.৬৪ -	১.৩৫৬৯	২%	২১.১৪	২১.১১	১২.৭৬	১৫%	-
২৬.	দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	মূল- জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৭ -	মূল-৬৫.৩১ -	১৫১৪.০০	২৩.১৭%	১৫.১৪	১৫.০৯	১১.৩৩	১৯%	-
২৭.	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট	মূল- জানুয়ারি, ২০২২ হতে	মূল- ১০৬.০৭ -	১৩.৯৫	১৮%	২৭.৮৮	১৯.৬২	২৯.৬১	২৯%	-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
	(সিএসএডব্লিওএম)	ডিসেম্বর, ২০২৬ -								
২৮.	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	মূল- জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ সর্বশেষ- জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০২৪	মূল- ১১৯.১৮ সর্বশেষ- ২১২.৩৬	১৮৯.৬৪	৯৪%	১৪.০৮	১৪.০৭	১৯৫.৮২	৯৩%	৩বছর (৭৫%) ব্যয় বৃদ্ধি- ৯৩.১৮ (৭৮.১৮%)
২৯.	ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমারজেন্সি এসিসটেন্স প্রজেক্ট (ফ্রিপ)	মূল- এপ্রিল, ২০২৩ হতে মার্চ, ২০২৬ -	মূল- ৩০০.০০ -	-	-	৯৯.১৯	৯৫.৯৯	৩৮.৬৯	১৬%	-
৩০.	প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) প্রকল্প (পিসিইউ+এপিসিইউ ডিএই)	মূল- জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮ -	মূল- ৬৯১০.৯৩ -	-	-	৩৩০.৮৩	৩৩০.৮৩	২৫২.১৯	২৭%	-
৩১.	গোপালগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী বিল মোহনার খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্ধন ও শস্য বাণিজ্যিকীকরণ ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প দুইটির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	মূল- এপ্রিল, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ সর্বশেষ- এপ্রিল, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	মূল-১.৩ -	-	-	১.৩০	১.২৭	০.৪৬	৩৬%	-
৩২.	টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি কাম হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই)	সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮	মূল- ৩৯৪.৮৮	-	-	৮.২৫		০.০০	০.০০%	-
৩৩.	বাংলাদেশ চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮	মূল- ২০৯.২১	-	-	৪.৫৫	৪.৫৫	০.০০	০.০০%	-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
৩৪.	বাংলাদেশে বাজারমুখী কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যান ফসল কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (বাংলা-শেপ)	মূল-অক্টোবর, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ -	মূল-২৭.৪১৩৪ -	১.৮৬	২৫%	৭.৯০	৫.৬৩	৩.৯৫	১৬%	-
	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-১৬টি									
৩৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প [বিএডিসি]	মূল-(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩) সর্বশেষ-(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)	মূল-১৯৪.৮৪ সর্বশেষ-২৪৩.৩৭	২০৭.৬২	৮৭%	৩৫.০৫	৮.১৪	২১৫.২৪	৯৭%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি-৪৮.৫৩ (২৪.৯০%)
৩৬.	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প) [বিএডিসি]	মূল-(জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪ -	মূল-৩২৫.৫৩ সর্বশেষ-৩৬৫.৪৬	৩২২.৩৭	৯৪%	৩৬.৯৯	৩০.৭৮	৩৪৭.৩৫	৯৮%	- ব্যয় বৃদ্ধি-৩৯.৯২ (১২.২৬%)
৩৭.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প [বিএডিসি]	মূল-(জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) -	মূল-২০০.৫৯ সর্বশেষ-২০৬.৪৮	১৫৬.২৫	৭৬%	৪৯.১৭	৩৯.১৯	১৯০.৬৬	৯৩%	- ব্যয়-৫.৮৯ (২.৯৩%)
৩৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প) [বিএডিসি]	মূল-(জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) সর্বশেষ-জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৫)	মূল-৫৬০.৫৩ সর্বশেষ-৬০০.৫৩	৩৬১.০২	৬১%	১৬০.০০	১২৫.৬৭	৪৪৩.৯৪	৭৫%	১বছর বৃদ্ধি (২০%) ব্যয়-৪০.০০ (৭.১৩%)
৩৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প) [বিএডিসি]	মূল-(জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) -	মূল-২৩১.৩৩ সর্বশেষ-২৪৮.৪৩	১৪৭.৮৪	৬১%	৪৩.৪৬	৩২.৫৩	১৭৮.৬৭	৭৩%	- ব্যয়-১৭.১০ (৭.৩৯)
৪০.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট	মূল-(জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	মূল-৭৩.২৪ -	১০.২৪	২০%	১৮.৬৮	৮.৫৮	১৮.৮২	৩০%	-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
	গবেষণা প্রকল্প [বিএডিসি]	-								
৪১.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প) [বিএডিসি]	মূল- (জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩) সর্বশেষ- (জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৪)	মূল-৩৯.৬০ সর্বশেষ- ৪১.২১	৩২.৭৩	৮৮%	৬.২১	৪.১৯	৩৬.৯২	৯৬%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি- ১.৬১ (৪.০৬%)
৪২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প [বিএডিসি]	মূল- (জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪) সর্বশেষ- (জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৫)	মূল- ৩১১.০০ সর্বশেষ- ৩৫০.৮৮	১৮১.১৬	৬২%	৯১.৩১	৬২.৩৯	২৪৩.৬৪	৭২%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি- ৩১.৮৮ (১০.২৫%)
৪৩.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প) [বিএডিসি]	মূল- (সেপ্টেম্বর ২০১৯- জুন ২০২৪) সর্বশেষ- (সেপ্টেম্বর ২০১৯- জুন ২০২৫)	মূল- ৬৮৮.২১ সর্বশেষ- ৭২৭.৪৩	৪৮৭.১৭	৭৫%	৬৩.৩৮	৪৩.১২	৫৩০.২৪	৭৫%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি- ৩৯.২২ (৫.৬৯%)
৪৪.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (বিএডিসি)	মূল- (এপ্রিল ২০২০- ডিসেম্বর ২০২৪) সর্বশেষ- (এপ্রিল ২০২০- ডিসেম্বর ২০২৫)	মূল-৪০.১৪ সর্বশেষ- ৪৬.১৫	২৭.২১	৭৯%	৭.৭৩	৪.৮৩	৩১.৮৪	৭০%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি: ৬.০১ (১৪.৯৭%)
৪৫.	মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ (১ম	মূল- (জুলাই ২০২০- জুন	মূল-৬০.৫০ সর্বশেষ- ৬৭.৩১	৪৫.৮২	৭৭%	১৬.৭৮	৫.৪৩	৫০.৪৪	৭৫%	১ বছর ব্যয় বৃদ্ধি- ৬.৮১ (১১.২৫%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
	সংশোধিত) প্রকল্প [বিএডিসি]	২০২৪) -								
৪৬.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প [বিএডিসি]	মূল- (জুলাই ২০২১- জুন ২০২৫) -	মূল-৭২.৩৫ -	২০.৬৯	৪৫%	১৬.৪৩	১২.০৯	২৫.৬৫	৪০%	-
৪৭.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প [বিএডিসি]	মূল- (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৫) -	মূল-২৭.০৬ -	৫.৯৪	২৫%	১৬.৮৫	৭.০০	১২.৯৪	৫০%	-
৪৮.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প [বিএডিসি]	মূল-(মার্চ ২০২২- সেপ্টেম্বর ২০২৬) -	মূল- ৪৩৮.৯৪ -	১৩.৮০	৭%	৩৪.২০	২৩.৪৩	১৪.৮২	৪%	-
৪৯.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প [বিএডিসি]	মূল- (জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৮) -	মূল- ৬০২.২৬ -	-	-	৭৪.৫৫	-	০.০০	০.০০%	-
৫০.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী, ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প [বিএডিসি]	মূল- (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬) -	৩৪৮.৯১	-	-	৪২.৮৩	-	০.০০	০.০০%	-
	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) অধ্য-১০টি									
৫১	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প [বিএমডিএ]	মূল- (জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৩) সর্বশেষ-- (জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৪)	মূল- ১৭৫.৫৭৫২ সর্বশেষ- ১৯১.২০২৯	১০৩.৩৯	৫১.২৫%	৬০.০০	৪১.২২	১৩৬.৬৪	৭৫%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি- ১৫.৩৮ (৮.৯২%)
৫২.	পুকুর পুনঃখনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার (১ম সংশোধিত) প্রকল্প [বিএমডিএ}	মূল- (জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৩) সর্বশেষ- (জুলাই ২০১৯- জুন	মূল- ১২৮.১৮৭৫ সর্বশেষ- ১৪৬.৮৭৫	১১৫.০১	৭৭.৭৪%	৩১.৩৬	২.৫৯	১১৭.৬১	৮৭%	৬মাস (১১.৭৬%) ব্যয় বৃদ্ধি- ১৮.৬৮ (১৪.৫৭%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
		২০২৪)								
৫৩.	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)প্রকল্প [বিএমডিএ]	মূল-(অক্টোবর ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৪) সর্বশেষ-(অক্টোবর ২০১৯-জুন ২০২৫)	মূল-২৫০.৫৬৬৩ সর্বশেষ-২৮৮.১১৬৩	১৩০.০৭	৫৯.৬৮%	৯৬.৫৩	৭০.২৩	১৯১.৯২	৭০%	৬মাস (১১.৭৬%) ব্যয় বৃদ্ধি-৩৭.৫৫ (১৪.৯৯%)
৫৪.	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প) [বিএমডিএ]	মূল-(অক্টোবর ২০২০-জুন ২০২৫) -	মূল-২৫১.১৪৭৯ -	১৩৭.৬৯	৫০.৭৪%	৮৯.৪৬	৬৭.০৬	১৯১.৯২	৬৮%	-
৫৫.	বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচালিত ফল ও ঔষধ ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প [বিএমডিএ]	মূল-(জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) সর্বশেষ-(জুলাই ২০২০-জুন ২০২৬)	মূল-১৭.৩৩৮২ সর্বশেষ-২৯.০৬৬৩	৯.২৬	৪৯.৫৩%	৭.৮৩	২.৮৫	১১.৫৬	৪০%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি-১১.৭২ (৬৭.৬৪%)
৫৬.	সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প [বিএমডিএ]	মূল-(জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৬) -	মূল-৩২২.৯৮৭১ -	৬২.৭৬	২৭.৫২%	১০৩.৬২	৭৭.৭০	১২৭.৯৩	৪০%	-
৫৭.	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরীক্ষমূলকভাবে ড্রীপ সেচ প্রদ্ধতির প্রচলন প্রকল্প [বিএমডিএ]	মূল-(এপ্রিল ২০২২-মার্চ ২০২৬) -	মূল-৩২৯.০১৪০ -	৫০.৯৯	১৮.১৭%	১২৫.৫৪	৭৯.১৪	১৩০.১৪	৪০%	-
৫৮.	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প [বিএমডিএ]	মূল-(অক্টোবর ২০২২-জুন ২০২৭) -	মূল-২৪৯.৪০ -	১৫.২৮	৭.৭৮%	৭০.০০	৫২.৪৮	৬৪.৬৮	৩০%	-
৫৯.	ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পদ্মা নদীর	মূল-(সেপ্টেম্বর	৫৪৮.০৬	-	-	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
	পানি বরেন্দ্র এলাকায় সরবরাহ ও সেচ সম্প্রসারণ	২০২৩-জুন ২০২৭) সর্বশেষ-								
৬০.	বরেন্দ্র বহুমীখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ	(অক্টোবর ২০২৩-জুন ২০২৬)	৪০.৫৫	-	-	২.১৮	০.০০	০.০০	০.০০%	-
	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)-৩টি (অঙ্গ-২)									
৬১.	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (২য় সংশোধিত)	মূল-জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২ সর্বশেষ-জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২৪	মূল-৬৩.১৭ সর্বশেষ-৭৮.৯৬	৩৮.৪০	৯৮.	১২.২৩	৩.৩৪	৭০.৩৮	৯৪%	২বছর (৪০%) ব্যয় বৃদ্ধি-১৫.৭৯ (২৪.৯৯%)
৬২	কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (১ম সংশোধিত)	মূল-জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২৫ সর্বশেষ-	মূল-৫৬.০০ -	২৮.৮১	৫৬%	১১.৬০	৭.৩০	৩৫.৯২	৬৫%	-
৬৩.	আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)	মূল-জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬ -	মূল-১৬৮.০০ সর্বশেষ-১৬৮.৮০	১০৩.১২	৬৩%	১০.৫২	২.৯৭	১০৬.০৮	৬৫%	- ব্যয় বৃদ্ধি-০.৮০ (০.৯৯%)
	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) অঙ্গ-৪টি									
৬৪.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প [ডিএএম]	মূল-(জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪) সর্বশেষ--(জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৫)	মূল-১৬০.০০ সর্বশেষ-১৮৩.৯৯	৪৬.০৬	৪২%	৩১.৪৪	১৯.৬২	৫৫.৫৭	৩২%	১বছর (২০%) ব্যয় বৃদ্ধি-২৩.৯৯ (১৪.৯৯%)
৬৫.	কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন	মূল-(জুলাই ২০২১-	মূল-২৫.২৬ -	৮.৫৫	৩৩.৮৬%	১১.০০	১০.৯৬	১৩.৫০	৫৫%	-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
	এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প) [ডিএএম]	জুন ২০২৬) -								
৬৬.	আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প [ডিএএম]	মূল- (জানুয়ারি ২০২২- জুন ২০২৬) -	মূল-৪২.৭৭ -	৯.১৩	২১.৩৫%	২১.৫৩	১৭.৪৮	২২.১৬	৫২%	-
৬৭.	শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালইজেশন প্রকল্প	মূল- (অক্টোবর ২০২৩- জুন ২০২৬)	মূল-৪৯.০০ -	-	-	২.৫০	২.৫০	০.০০	০.০০%	-
	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)-৩টি (অঙ্গ-১টি)									
৬৮.	যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)	মূল- (জুলাই, ২০১৯- জুন ২০২৪) সর্বশেষ- (জুলাই, ২০১৯- জুন ২০২৫)	মূল-৪৪.০০ -	-	-	৫.৫০	৫.৫০	৩৩.৪১	৮০%	১বছর (২০%) -
৬৯.	অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	মূল- (জুলাই, ২০২১- জুন ২০২৬)	মূল-৪৭.৮১ -	-	-	১৬.২৫	১২.১৯	২০.৩৯	৪৫%	-
৭০.	নতুন ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন	মূল- জুলাই, ২০২৩- জুন ২০২৮ -	মূল- ৩৬৯.৩০ -	-	-	৭.৬৯	-	০.০০	০.০০%	-
	তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)-২টি									
৭১.	তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	মূল- জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫) -	মূল-৬৩.৫৫ সর্বশেষ- ৭২.৪৫	-	-	১৫.০০	১২.০০	৩৫.৪৬	৫০%	- ব্যয় বৃদ্ধি- ৮.৯ (১৪%)
৭২.	এনহেন্সিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভলপমেন্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	মূল- জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২ সর্বশেষ-	মূল-৮.৫৫ সর্বশেষ- ৫.১১	-	-	১.৯০	১.৮৪	৪.৪৭	৮৮%	৬মাস (১৬.৭১%) (-৩.৪৪) (-৪০.২৩%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
		জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩								
	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-২টি									
৭৩.	কৃষক পর্যায়ে আখের রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন ও বিস্তার (১ম সংশোধিত)	মূল-(জুলাই ২০২১-জুন, ২০২৪) সর্বশেষ-(জুলাই ২০২১-জুন, ২০২৫)	মূল-২৫.৬২ সর্বশেষ-২৮.৪১	-	-	৭.৯৫	৬.৫০	১৯.০৫	৭২%	১বছর (৩৩.৩৩%) ব্যয় বৃদ্ধি-২.৭৯ (১০.৮৮%)
৭৪.	আখের সাথে সাথী ফসল হিসেবে ডাল, সমলা ও সবজি জাতীয় ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত)	মূল-জুলাই ২০২১-জুন, ২০২৪ সর্বশেষ-জুলাই ২০২১-জুন, ২০২৫	মূল-১৪.৮৬ সর্বশেষ-১৬.৭১	-	-	৫.২০	৪.৪৯	১১.৯৫	৭৫%	১বছর (৩৩.৩৩%) ব্যয় বৃদ্ধি-১.৮৫ (১২.৪৪%)
	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-১টি									
৭৫.	বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে এলিয়ট ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র (বিপিএটিসি) স্থাপন এবং বাংলাদেশের কৃষি গবেষণায় সক্ষমতা বৃদ্ধি	মূল-জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর, ২০২৮	মূল-৪৫৪.৮৩ -	-	-	১.৬২	০.০০	০.০০	০.০০%	-
	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)-১টি (অঙ্গ-১)									
৭৬.	এসআরডিআই এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) (১ম সংশোধিত)	মূল-জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২৩ সর্বশেষ-জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২৪	মূল-১৪৩.২৯ সর্বশেষ-১৫৯.০৮	-	-	৫০.২৫	৫০.২৫	৮০.৯৬	৫৫%	১বছর (২৫%) ব্যয় বৃদ্ধি-১৫.৭৯ (১১.০১%)
	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-১টি (অঙ্গ-১)									
৭৭.	বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ	মূল-জুলাই ২০২২-জুন,	মূল-১৬৪.০০ -	-	-	৫৭.৭২	৩৩.১৯	৩৩.৭৯	২২%	৮

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ (মূল ও সর্বশেষ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সর্বশেষ)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (২০২৩-২৪)	মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মেয়াদ বৃদ্ধি (%) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (%)
				আর্থিক	বাস্তব (%)			আর্থিক	বাস্তব (%)	
		২০২৭ -								
	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)-১টি									
৭৮.	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)	মূল-জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩ সর্বশেষ-জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪	মূল-৭৮.৩৭ সর্বশেষ-৬৮.০৩	-	-	৪.২৪	৪.২১	৬৫.৪২	৯৮%	১বছর (২০%) (-১০.৩৪) (-১৩.১৯%)
	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (নাটা)-১টি									
৭৯.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি'র ভৌত অবাকঠামো ও প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি	মূল-নভেম্বর ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৬ -	মূল-৪৩.৭৫ -	-	-	১.৪৪	১.৪৩	০.০০	০.০০%	-
	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই)-১টি									
৮০.	গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা এবং নতুন জাতের গমের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)	মূল-জানুয়ারি, ২০২১-অক্টোবর, ২০২৩ -	মূল-২.২৯ সর্বশেষ-২.৩৯	-	-	০.০২	-	২.৩৭	১০০%	- ব্যয় বৃদ্ধি-২.০১ (৪.৩৬%)
সর্বমোট			২৬২৯৯.৪১	-	-	৪৫২৮.৩০	২৬৯৯.৯৫	৯৮৫৯.৫৬	৫২.৬৬%	-

বি:দ্র: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিপি-তে মোট বরাদ্দ ৪৫২৮.৩০ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি অংশ ৩৬৩০.০৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য অংশ ৮৯৮.২৪ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জিওবি অর্থ ব্যয় হয়েছে ১৯১৫.৪৬ কোটি টাকা। প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে ৩৫০.২৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের মোট ব্যয় (জিওবি+ প্রকল্প সাহায্য)= ৯৮৫৯.৫৬ কোটি টাকা।

পর্যালোচনা:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১২(বারো)টি সংস্থা কর্তৃক ৮০(আশি)টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২৩-২৪ অথবছরের সংশোধিত এডিপিতে এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট আর্থিক বরাদ্দের পরিমান ৪৫২৮৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৬৩০০৬.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৮৯৮২৪.০০ লক্ষ টাকা)। তন্মধ্যে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্ত জিওবি অর্থের পরিমাণ ২৬৯৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১৯১৫৪৬.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট জিওবি বরাদ্দের ৫২.৭৬% অর্থ ব্যয় হয়েছে। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এ আর্থিক অগ্রগতি এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যয়ের জাতীয় গড় (৪২.৩০%) এর তুলনায় বেশী। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন মনিটরিং জোরদার করা হলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের শতভাগ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান ৮০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত পর্যালোচনা নিম্নরূপ:

সারণি ৩.২ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান ৮০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির হার

(ক) মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%):

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার (%)

১.	০-৩০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২৩	২৮.৭৫%
২.	৩০-৬০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	৮	১০%
৩.	৬০-৯০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১.২৫%
৪.	৯০-১২০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১.২৫%

সারণি ৩.৩ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান ৮০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধির হার :

(খ) ব্যয় বৃদ্ধির হার (%):

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	০-২০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৩২	৪০%
২.	২০-৪০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৩	৩.৭৫%
৩.	৪০-৬০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১.২৫%
৪.	৬০-৮০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	২.৫%
৫.	৮০-১০০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	১০০% এর উর্ধ্বে ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১.২৫%

(গ) মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা-৩৬টি (৪৫%)।

(ঘ) প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে সর্বমোট-২টি (২.৫%)।

উপর্যুক্ত ক-ঘ এর তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৩টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে ০-৩০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩টি (২৮.৭৫%), ৩০-৬০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮টি (১০%), ৬০-৯০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১টি (১.২৫%), ৯০-১২০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১টি (১.২৫%) প্রকল্পের।

অন্যদিকে, ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৯টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে ০-২০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২টি (৪০%), ২০-৪০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩টি (৩.৭৫%), ৪০-৬০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১টি (১.২৫%), ৬০-৮০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২টি (২.৫%) এবং ১০০% এর উর্ধ্বে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১টি (১.২৫%) প্রকল্পের। অন্যদিকে, ৩৬টি (৪৫%) প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় কোনটি বৃদ্ধি পায় নি এবং ২টি (২.৫%) প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নধীন ১৩টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে (সারণী ৩.১ এর ক্রমিক-১,২, ১২, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪৫, ৫২, ৬১, ৭২,৭৮ ও ৮০)।

৩.২ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) পর্যালোচনা:

সারণি ৩.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫(পাঁচ) (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি

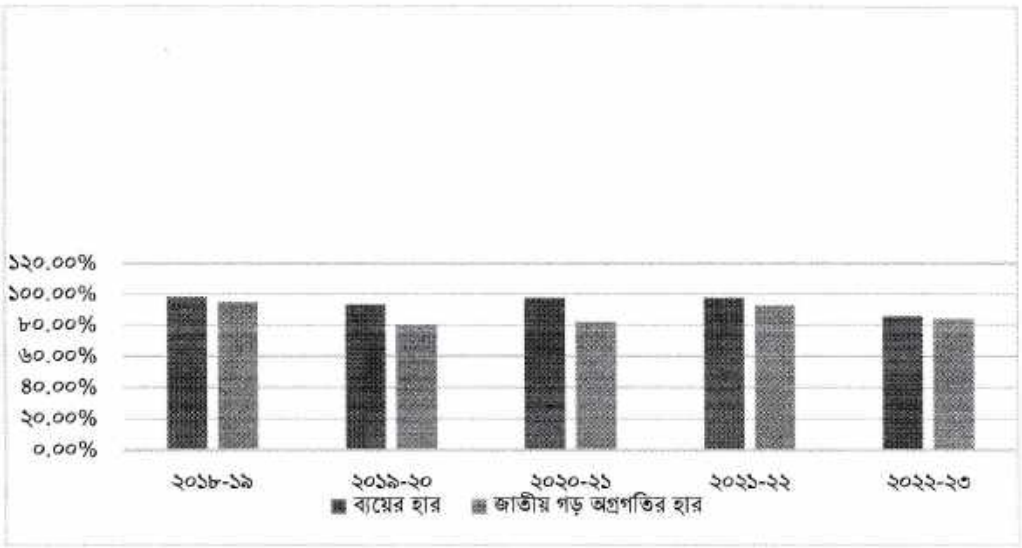
(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	অর্থ বরাদ্দ	অর্থছাড় (জিওবি অংশ)	ব্যয় (অর্থ বরাদ্দের %)	জাতীয় গড় অগ্রগতির হার
২০১৮-১৯	১৮০৬.৮৯	১৪৪৮.০৫০৪	১৭৭৬.৩৩৪৮ (৯৮.৩১%)	৯৪.৬৬%
২০১৯-২০	১৭৬৩.৯৪	১৩৫৩.৭৩৮৭	১৬৪৫.৭৩১৭ (৯৩.৩০%)	৮০.৩৯%
২০২০-২১	২৩১২.৮০	২০১২.৫৬৫১	২২৫৫.৫২ (৯৭.৫২%)	৮২.১১%
২০২১-২২	৩১২৬.৪৪	২৭৫২.২১৬৩	৩০৫৭.৬৩ (৯৭.৮০%)	৯২.৭৪%
২০২২-২৩	৪০০০.৪১	৩২৪০.১৪	৩৪১৯.৯৫ (৮৫.৪৯%)	৮৪.১৬%

সূত্রঃ আইএমইডি-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

পর্যালোচনাঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহরে অনুকূলে বিগত ৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক অর্থবছরে এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি।

চিত্র: ৩.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি'র বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হারের সাথে জাতীয় গড়ের তুলনা



৩.২.১। জাতীয় আরএডিপি'র সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনাঃ

সারণি ৩.৫। জাতীয় আরএডিপি'র সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনা

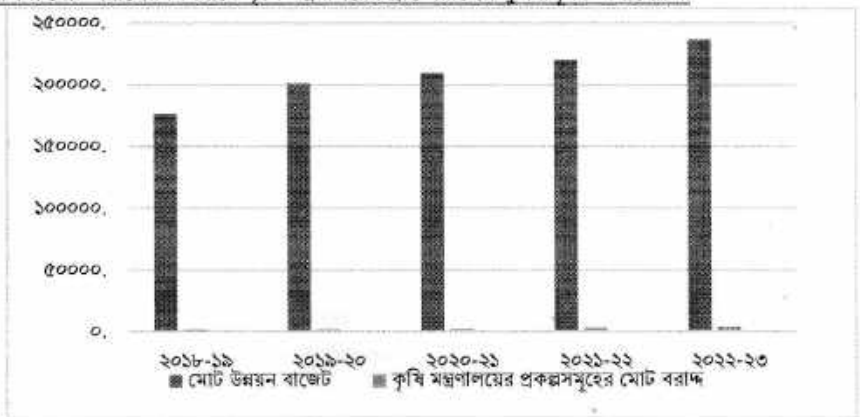
(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	অর্থবছর	আরএডিপি'র মোট বরাদ্দ	কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মোট বরাদ্দ	শতকরা হার
১.	২০১৮-১৯	১৭৬৬১৯.৭১	১৮০৬.৮৯	১.০২%
২.	২০১৯-২০	২০১১৯৮.৫৬	১৭৬৩.৯৪	০.৮৮%
৩.	২০২০-২১	২০৯২৭১.৯৪	২৩১২.৮০	১.১১%
৪.	২০২১-২২	২১৯৬০২.৫৫	৩১২৬.৪৪	১.৪২%
৫.	২০২২-২৩	২৩৬৫৬০.৬৭	৪০০০.৪১	১.৬৯%

সূত্রঃ আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

পর্যালোচনা: কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ৫(পাঁচ) বছরের আরএডিপি'র মোট বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতি অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মোট বরাদ্দ আরএডিপি'র ০.৮৮% হতে ১.৬৯% এর মধ্যে। ২০১৯-২০ অর্থবছর ব্যতিত বাকি ৪(চার) অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র: ৩.২ আরএডিপি'র মোট বরাদ্দের বিপরীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনা



৩.৩। বিগত ০৫(পাঁচ) অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের অর্জন:

৩.৩.১ ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত ৫(পাঁচ) বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি:

সারণী ৩.৬ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত ৫(পাঁচ) বছরে সমাপ্ত প্রকল্প:

অর্থবছর	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহয়তা প্রকল্পের সংখ্যা	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা	কোন কোন সংস্থার কতটি
২০১৮-১৯	৯টি	৬টি	১টি	২টি	ডিএই-৫টি, বিএডিসি-২টি, বিএমডিএ-২টি।
২০১৯-২০	৯টি	৯টি	-	-	ডিএই-১টি, বিএডিসি-৫টি, বিএমডিএ-১টি, বিএসআরআই-১টি, বিএআরআই-১টি।
২০২০-২১	১৫টি	১৩টি	-	২টি	ডিএই-৪টি, বিএডিসি-৪টি, বিএমডিএ-১টি, বিআরআরআই-১টি, বিজেআরআই-১টি, নাটা-১টি, বারটান-১টি, বিএআরআই-১টি।
২০২১-২২	১১টি	১১টি	-	-	ডিএই-৩টি, বিএডিসি-৬টি, বিএআরআই-১টি, ড্যাম-১টি।
২০২২-২৩	১৯টি	১৮টি	-	১টি	ডিএই-৮টি, বিএডিসি-৪টি, বিজেআরআই-২টি, সিডিবি-১, এসআরডিআই-১টি, এআইএস-১টি, বিএআরআই-২টি।
সর্বমোট	৬৩টি	৫৭টি	১টি	৫টি	

পর্যালোচনাঃ বিগত ৫বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে ৫৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১টি কারিগরি সহায়তা ও ৫টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প।

৩.৩.২ । বিগত ৫(পাঁচ) বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে বছরওয়ারী বিশ্লেষণ করা হলো:

৩.৩.২.১ অর্থবছর ২০১৮-১৯ (প্রকল্প সংখ্যা: ৯টি)।

সারণী ৩.৭। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
১.	বাংলাদেশ ফাইটোস্যানিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত)	১ লা জুলাই ২০১২-৩০ জুন ২০১৭	১ লা জুলাই ২০১২-৩০ জুন ২০১৯	১৩৮৮০.৪০	১৮৩২০.১৩	জিওবি	২ বছর (৪০%)	৪২১৮.৫৬ (৩০.৩৯%)
২.	বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৩ – জুন ২০১৯	১৩৯৮০.৩১	১৫০৯৯.০০	জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য (আইডিবি)	১ বছর (২০%)	-
৩.	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঞ্চা, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৩ – ডিসেম্বর ২০১৮	৪৩২০০.০০	৩৫৭৯৯.১৩	জিওবি, ডানিডা	+৬ মাস (১০%)	-
৪.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ	মার্চ ২০১৫- জুন ২০১৯	মার্চ ২০১৫- জুন ২০১৯	৫৮৭.৫১০	৫৭৭.৭৩	জিওবি	-	-
৫.	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়, (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৯	১৭২১৯.২৫	৩৩৯৪৩.৯৬	জিওবি	১বছর (২০%)	১৬৫৪৫.১৬ (৯৬.০৮%)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
৬.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৪-জুন ২০১৯	অক্টোবর ২০১৪ – জুন ২০১৯	১৩৮০৫.৯০	১৫৬৯৪.৪৫	জিওবি	-	১৮৫৮.৪৫ (১৩.৪৬)
৭.	চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরো চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	মার্চ ২০১৮-নভেম্বর ২০১৮	মার্চ ২০১৮-নভেম্বর ২০১৮	২৮৪.৯০	২৮৪.৯০	জিওবি	-	-
৮.	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯	১৩৬১৬.২০	১৩৬১৬.২০	জিওবি	-	-
৯.	নওগাঁ জেলায় ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯	৭৯১২.৫০	৭৯১২.৫০	জিওবি	-	-

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	সময় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৫	৫৫.৫৫%
২.	০-৩০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	৩	৩৩.৩৩%
৩.	৩০-৬০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১১.১১%

ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৬	৬৬.৬৬%
২.	০-২০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১১.১১%
৩.	২০-৪০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১১.১১%
৪.	৪০-৬০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৫.	৬০-৮০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	৮০-১০০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১১.১১%
	১০০% এর উর্দ্ধে ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-

পর্যালোচনাঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ০৯টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় ৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ও ২টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প। মোট ৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৪টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া উক্ত ৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্প নির্ধারিত ব্যয়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৩টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৩.২.২। অর্থবছর ২০১৯-২০ (প্রকল্প সংখ্যা: ৯টি)

সারণী ৩.৮। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯ -২০ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
১.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও	এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৮	এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	২৩১৮৮.৫৫	২৩১৮৮.৫৫	জিওবি	১.৫ বছর (৪৬.৩৭%)	-

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
	বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)							
২.	ধান গম ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	জুলাই ২০১৫ – জুন ২০২০	৩৫৩৪৫.০০	৩৮৩৮০.৬৭	জিওবি, নিজস্ব তহবিল	-	২২০৩.৪ (৬.২৩%)
৩.	ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	১৬৮৪৬.৫০	১৭৪৬৪.১৪	জিওবি ও বিএডিসি'র নিজস্ব তহবিল	-	৫৬৬.৩৭ (৩.৩৬%)
৪.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০২০	১০১১৭.৭০	১১৬৩০.৪৩	জিওবি	১বছর (২৩.৫২%)	১৫০০.৫০ (১৪.৮৩%)
৫.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন (৫ম পর্যায়)	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	২০৮৯.৮১	২৪০০.২৭	জিওবি	-	২৮৪.৭৬ (১৩.৬৩%)
৬.	গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০)	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	২৩৩২.৭৫	২৩৩২.৭৫	জিওবি	-	-
৭.	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ	জুলাই ২০১৫ হতেজুন, ২০২০	জুলাই, ২০১৫ হতেজুন, ২০২০	৬৩১৬.৭৭	৭২৬১.২৬	জিওবি	-	৭৬৩.২৩ (১২.০৮%)
৮.	শস্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	৯৮৬.২৩	১০৪৫.০০	জিওবি	-	৫৮.৭৭ (৫.৯৬%)
৯.	খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০	৩৪৫৭.০০	৬৮৯৩.০০	জিওবি	২বছর (৪০%)	৩০৪৩.৮৭ (৮৮.০৫%)

মেয়াদ বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	সময় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৬	৬৬.৬৬%
২.	০-৩০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১১.১১%
৩.	৩০-৬০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	২২.২২%
৪.	৬০-৯০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৫.	৯০-১২০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	১২০-১৫০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৭.	১৫০% এর উর্দ্ধে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-

ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	২	২২.২২%
২.	০-২০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৬	৬৬.৬৬%
৩.	২০-৪০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৪.	৪০-৬০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৫.	৮০-৮০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	৮০-১০০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১১.১১%
৭.	১০০% এর উর্দ্ধে ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-

পর্যালোচনাঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ০৯টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় ৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প। মোট ৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া ৭টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি।

৩.৩.২.৩ । অর্থবছর ২০২০-২১ (প্রকল্প সংখ্যা: ১৫টি)

সারণী ৩.৯। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
১.	ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) (১ম সংশোধিত	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১	৪৩৮৬.০০	৫৬১২.০০	জিওবি	৩বছর (১৫০%)	১১৩৪.৫৭ (২৫.৮৭%)
২.	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ (২য় পর্যায়) (আইএফএমসি-২)	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১	১১৭০০.০০	৪২৩১.০০	জিওবি ও ড্যানিডা	-	-
৩.	ব্লু-গোল্ড কর্মসূচীর আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর (ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ফর এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন আন্ডার ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম)	(জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৮)	(জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	১১৮০.০০	১৬২৭.৬৫	জিওবি প্রকল্প সাহার্য	২বছর (৩৩.৩৩%)	৪০৭.১৫৬ (৩৪.৫০%)
৪.	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২০	৭৩০০.০০	১০৭০০.০০	জিওবি	১.৫বছর (৩০%)	২৩১৮৭.৭৬ (৩১.৭৬%)
৫.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১	১১৮৭২.৭৪	১৬৮৭৭.৫৯	জিওবি	১বছর(২০%)	৪৯৭৭.৯৩ (৪১.৯৩%)
৬.	ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটাইজেশনকরণ (৪র্থ পর্যায়)	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১	৪৮৬০.৮২	৫৪৭৪.৪৯	জিওবি	-	৫০২.০৩ (১০.৩৩%)
৭.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২০	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২১	২৫৮৫.৯৫	২৯৩৩.১৬	জিওবি	১বছর(৪০%)	৩৪১.৫২ (১৩.২১%)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
	উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)							
৮.	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১	১১৩৪.০০	১১১৬.৫৭	জিওবি	৬মাস (২২.২২%)	-
৯.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২০	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১	২০৯৪৩.৬৯	২৬৩৩০.০০	জিওবি	১বছর (২০%)	৫৩৮৬.৩১ (২৫.৭২%)
১০.	বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেডিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১	২০৭৯.০০	২০৭৯.০০	জিওবি	-	-
১১.	রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুইধা সম্প্রসারণ প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০	অক্টোবর ২০১৮ - জুন ২০২১	২৫.৬০৫১	২৯.৮৭০৬	জিওবি	৬ মাস (২২.২২%)	১৬.৬৬%
১২.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২০	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১	৪৮২৬.৯৫	৫২৮৮.৪৪	জিওবি	১বছর (২১.০৫%)	১৪৬.৭৮ (৩.০৪%)
১৩.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১	১৬২০০.০০	৩৫৪১২.৪৮	জিওবি	৪বছর(২৫%)	১৪৭১৭.৭৬ (৯০.৮৫%)
১৪.	বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১	৪৭৪৪.২৫	৫৩৪৮.৩৮	জিওবি	১বছর(২৫%)	৫৯৭.৫ (১২.৫৯%)
১৫.	উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার	এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০২১	এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০২১	৭০৫৫.৫২	৬৬৪১.২১	জিওবি	-	-

মেয়াদ বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	সময় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৪	২৬.৬৬%
২.	০-৩০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	৮	৫৩.৩৩%
৩.	৩০-৬০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	১৩.৩৩%
৪.	৬০-৯০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৫.	৯০-১২০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	১২০-১৫০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	৬.৬৬%
৭.	১৫০% এর উর্দ্ধে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-

ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৪	২৬.৬৬%
২.	০-২০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৫	৩৩.৩৩%
৩.	২০-৪০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৪	২৬.৬৬%
৪.	৪০-৬০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	৬.৬৬%
৫.	৮০-৮০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	৮০-১০০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	৬.৬৬%
৭.	১০০% এর উর্দ্ধে ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-

পর্যালোচনাঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১৫টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প। মোট ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে এবং ১১টি প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া ৪টি প্রকল্পের কোন ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি এবং ১১টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৩.২.৪ । অর্থবছর ২০২১-২২ (প্রকল্প সংখ্যা: ১১টি)

সারণি ৩.১০। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
১.	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	১৬৫২৫.৯২	১৮৩৪৪.০০	জিওবি	-	১২০৫.১৬ (৬.৮০%)
২.	নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প	জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১	জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২২	১৮৫৪.৩	১৮৭৯.৬৮	জিওবি	৩৩.৩৩%	১.৩৬%
৩.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২০	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২	১৭২০০.০০	১৬২০৬.৮৫	জিওবি	২বছর (৪০%)	-
৪.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২	১২৬৯৭.৫৪	১৪৫২৮.৩৯	জিওবি	১বছর (২৬.৬৭%)	১৭৫০.১৯ (১৩.৭৮%)
৫.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২	৮৯৯৩.৯৭	১০৩২৩.০০	জিওবি	১বছর (২৬.৬৬%)	১২৮৯.৪১ (১৪.৩৩%)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
৬.	রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২	১৪০৭৭.৮৩	১৬১৬০.৬০	জিওবি	-	২০৪৩.০৯ (১৪.৫১%)
৭.	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২	১১০৫০.০০	১১০৩৩.৩৭	জিওবি	-	-
৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০১৮ জুন, ২০২২	জানুয়ারি, ২০১৮ জুন, ২০২২	১৩৯০০.৫০	১৫৯৭৫.০০	জিওবি	-	১২৪৬.৫৯ (৮.৯৬%)
৯.	বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প	এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০২১	এপ্রিল ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১	২৩৬৩.৫৯	২৭০২.৩৯	জিওবি	৬মাস (১০%)	৩১৭.৬৬ (১৩.৪৪%)
১০.	বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাই নাশকভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২	২৯৮৯.০০	২৯৮৮.০০	জিওবি	০৬মাস (১২.৫%)	-
১১.	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	অক্টোবর, ২০১৮-জুন, ২০২১	অক্টোবর, ২০১৮-জুন, ২০২২	৪৯৮০.০০	২৭৮৪.১৬	জিওবি	১বছর (৩৬.৩৬%)	-

মেয়াদ বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	সময় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৪	৩৬.৩৬%
২.	০-৩০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	৪	৩৬.৩৬%
৩.	৩০-৬০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	৩	২৭.২৭%
৪.	৬০-৯০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৫.	৯০-১২০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	১২০-১৫০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৭.	১৫০% এর উর্দ্ধে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-

ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৪	৩৬.৩৬%
২.	০-২০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৭	৬৩.৬৩%
৩.	২০-৪০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৪.	৪০-৬০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৫.	৮০-৮০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	৮০-১০০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৭.	১০০% এর উর্দ্ধে ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-

পর্যালোচনাঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১১টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় ১১টি বিনিয়োগ প্রকল্প। মোট ১১টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে এবং ৭টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া ৪টি প্রকল্পের কোন ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এবং ৭টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৩.২.৫ অর্থবছর ২০২২-২৩ (প্রকল্প সংখ্যা: ১৯টি)

সারনী ৩.১১। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
১.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২) পিএমইউ অংগ (লিড) ডিএই অংগ বিএআরসি অংগ	অক্টোবর, ২০১৫-সেপ্টেম্বর, ২০২১	অক্টোবর, ২০১৫-জুন, ২০২৩	৫২৬৫৫.০০	৬০৭৪৬.০০	জিওবি ও বিশ্ব ব্যাংক	২১ মাস (২৯.১৭%)	৮০৯১.০০ (১৫.৩৭%)
২.	সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (পাইলট) প্রকল্প	(জুলাই ২০১৭- জুন ২০২২)	(জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৩)	৬৫৭০.৩৬	৮১৭১.৫৫	জিওবি	১বছর (২০%)	৭৫৩৬.৪৭ (১৪.৭০%)
৩.	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩	৬৯৪৩.১৭	৭৯৮৩.৭৮	জিওবি	-	১০৪০.৬১ (১৪.৯৮)
৪.	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)	(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)	৪৭৯৮.৭৩	৫৫০৯.৫২	জিওবি	-	১৪.৮১%
৫.	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	(জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১)	(জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩)	১১৭৫৭.৪৬	১৩৫০৯.৫০	জিওবি	২বছর (৬৬.৬৬%)	৯৭১.১৯ (৮.২৬%)
৬.	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০	(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২	২০৬০.৯৯	২৯২৭.০০	জিওবি	৫০%	৪২.০২%
৭.	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ, ৩য় পর্যায়	জানুয়ারি, ২০১৮হতে ডিসেম্বর, ২০২২	জানুয়ারি, ২০১৮হতে জুন, ২০২৩	৩১৪২৯.০০	৩৫১৯৪.০০	জিওবি	১০%	১১.৯৭%
৮.	স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	(এপ্রল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	(এপ্রল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	১০৭৯২.১৬	২৬৩.০০	জিওবি	-	-
৯.	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	(ডিসেম্বর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১)	(ডিসেম্বর ২০১৭-জুন ২০২৩)	১৪৩৭০.৬৬	১৬৪৫১.০০	জিওবি	৩৭.৫%	১৪.৪৭%
১০.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	(অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২)	(অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৩)	১৩৬৭২.৫০	১৪৫৪৮.০০	জিওবি	২৪%	৬.৪০%
১১.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	(অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	(অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৮২৬৩.০০	৮৪৯৮.০০	জিওবি	-	২.৮৪%
১২.	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	৩৭.২৭৫২ কোটি টাকা	৩৭.২৭৫২ কোটি টাকা	জিওবি	-	-

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার	
		মূল	সর্বশেষ	মূল	সর্বশেষ		সময়	ব্যয়
	কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)							
১৩.	বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর, ২০১৭ - জুন ২০২২	অক্টোবর, ২০১৭ - মার্চ ২০২৩	৯৪.০০ কোটি টাকা	১০০.৪০ কোটি টাকা	জিওবি	১০.৫%	৭%
১৪.	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	১৫,৭০০ কোটি টাকা	১৫.৬৫৭ কোটি টাকা	জিওবি	-	-
১৫.	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)	৩১০৫.০০	৪২৪০.০০	জিওবি	২বছর (৬৬.৬৬%)	১১২৪.০৪ (৩৬.২%)
১৬.	পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	(সেপ্টেম্বর ২০১০-জুন ২০১৩)	(সেপ্টেম্বর ২০১০-জুন ২০২৩)	৬৫৯৩.০০	১৩৫৪৬.০০	জিওবি	১০বছর (৩৫২.৯৪%)	৬৫৫৩.০০ (১০৫.৪৬%)
১৭.	সম্প্রসারিত তুলাচাষ (ফেজ-১) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	(জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৮)	(জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৩)	১০৫০০.০০	১৪৩৫০.০০	জিওবি	৫বছর (১২৫%)	৩১০০.৯৫ (২৯.৫৩%)
১৮.	মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি,২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০২২	জানুয়ারি,২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০২২	৬৩.০৮২৫	৭৩.৬০৪২	জিওবি	৫ বছর (১০০%)	৭১.৮৪৫৭ (৯৭.৬২%)
১৯.	কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়নও ডিজিটালকৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প- ১ম সংশোধিত	(জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২০)	(জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২৩)	৬৮৭০.৯০	১০৯৯১.০৮	জিওবি	৩বছর (১২০%)	৪১২০.১৮ (৫৯.৯৭)

মেয়াদ বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	সময় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৬	৩১.৫৮%
২.	০-৩০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	৫	২৬.৩২%
৩.	৩০-৬০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	১০.৫২%
৪.	৬০-৯০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	১০.৫২%
৫.	৯০-১২০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	৫.২৬%
৬.	১২০-১৫০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	১০.৫২%
৭.	১৫০% এর উর্দ্ধে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	৫.২৬%

ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৩	১৫.৭৯%

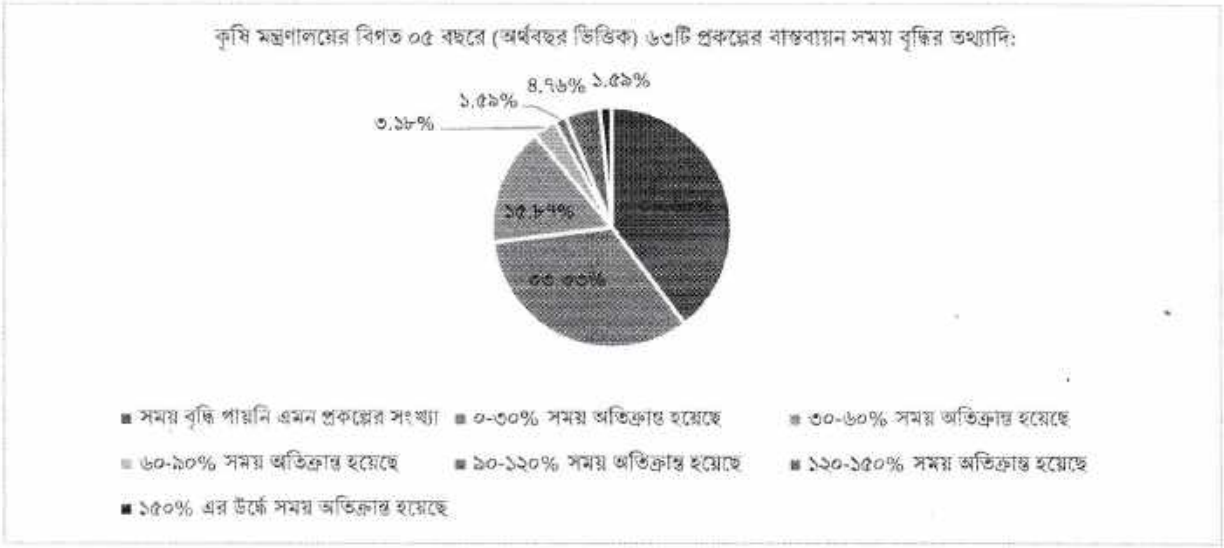
২.	০-২০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১০	৫২.৬৩%
৩.	২০-৪০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	১০.৫২%
৪.	৪০-৬০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	১০.৫২%
৫.	৬০-৮০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	৮০-১০০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	৫.২৬%
৭.	১০০% এর উর্দ্ধে ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	৫.২৬%

পর্যালোচনাঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৯টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ১টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প। মোট ১৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে এবং ১৩টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পেয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া ৩টি প্রকল্পের কোন ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এবং ১৬টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৩.২.৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫ বছরে (অর্থবছর ভিত্তিক) ৬৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির হার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

মেয়াদ বৃদ্ধির হার:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	সময় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	২৫	৩৯.৬৮%
২.	০-৩০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২১	৩৩.৩৩%
৩.	৩০-৬০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১০	১৫.৮৭%
৪.	৬০-৯০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২	৩.১৮%
৫.	৯০-১২০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১.৫৯%
৬.	১২০-১৫০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	৩	৪.৭৬%
৭.	১৫০% এর উর্দ্ধে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১.৫৯%
সর্বমোট		৬৩	১০০%



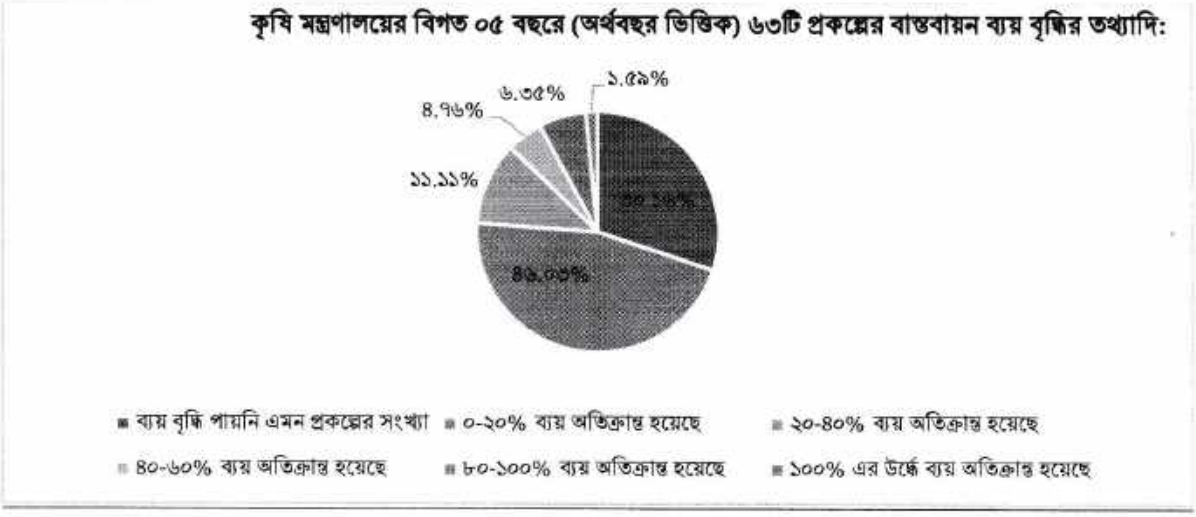
চিত্র ৩.৩ । কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫ বছরে (অর্থবছর ভিত্তিক) ৬৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় বৃদ্ধির তথ্যাদি

পর্যালোচনা: বর্ণিত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২৫টি প্রকল্প মূল ডিপিপি'র নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে। ৩৮টি প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি পেয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২১টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ০-৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে ১০টি প্রকল্পের ৩০-৬০%, ২টি প্রকল্পের ৬০-৯০%, ১টি প্রকল্পের ৯০-১২০%, ৩টি প্রকল্পের ১২০-১৫০% এবং ১টি প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫০% এর উর্দ্ধে।

ব্যয় বৃদ্ধির হার:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %
১.	ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	১৯	৩০.১৬%
২.	০-২০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	২৯	৪৬.০৩%
৩.	২০-৪০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৭	১১.১১%
৪.	৪০-৬০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৩	৪.৭৬%
৫.	৬০-৮০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	-	-
৬.	৮০-১০০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৪	৬.৩৫%
৭.	১০০% এর উর্দ্ধে ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১	১.৫৯%
সর্বমোট		৬৩	১০০%

চিত্র ৩.৪ । কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৫ বছরে (অর্থবছর ভিত্তিক) ৬৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধির তথ্যাদি



পর্যালোচনা: বর্ণিত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্প মূল ডিপিপি'র নির্ধারিত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। ৪৪টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৯টি প্রকল্পের ব্যয় ০-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে ৭টি প্রকল্পের ২০-৪০%, ৩টি প্রকল্পের ৪০-৬০%, ৪টি প্রকল্পের ৮০-১০০%, ১টি প্রকল্পের ব্যয বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০% এর উর্দ্ধে।

৩.৪। প্রকল্পসমূহ সংশোধনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ-

- যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি'র অঙ্গের সাথে বাস্তবতা ভিন্ন থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় ফলে অনেকক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়;
- অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতি ও যুদ্ধাবস্থার কারণে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি এবং রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় সমন্বয়ের জন্য সংশোধনের প্রয়োজন হয়;
- অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম প্রাক্কলন করায় পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ডিপিপি সংশোধের প্রয়োজন হয়ে পড়ে;
- প্রাকৃতিক পরিবর্তন এবং স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের নির্ধারিত ডিজাইন/স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা যায়, ফলে নতুন ডিজাইন করে তা ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়;
- প্রকল্প চলাকালীন স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্তি/Scope of Works বৃদ্ধি হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ পরিবর্তন করার জন্য ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হয়; এবং

- প্রকল্প বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ পাওয়ায় ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন বাঁধাগ্রস্ত হয় ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময়ে প্রয়োজন হয় এবং বর্ধিত সময়ের জন্য লোকবল, যানবাহন, জ্বালানিসহ অনেক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৩.৫। প্রকল্পসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ:

- অনেক প্রকল্পে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডিপিপি'র কোন অঙ্গ পরিবর্তনের কারণে পরবর্তীতে তা বাজার মূল্যের সাথে মিলিয়ে প্রাক্কলন সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;
- ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না বিধায় সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;
- প্রকল্প সংশোধনের সময় স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য কারণে নতুন নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ছে;
- বাস্তবতার নিরিখে প্রাক্কলন না করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম প্রাক্কলন করায় পরবর্তীতে বাস্তবায়নের সময় তা সংশোধনপূর্বক মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;
- অসম্পূর্ণ ফিজিবিলিটি স্টাডি/ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি/আরডিপিপি'র অঙ্গের সাথে বাস্তবতা ভিন্ন থাকায় প্রকল্পের কর্মসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;
- প্রাকৃতিক পরিবর্তন, বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য কারণে প্রকল্পের নির্ধারিত ডিজাইন/স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, পরবর্তীতে নতুন ডিজাইন করে তা সংশোধন ও অনুমোদন সময় সাপেক্ষ বিধায় সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;
- ডিপিপি'র কাঠামো অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পে দক্ষ জনবলের পদায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন সঠিকভাবে তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় অহেতুক অতিরিক্ত সময় লাগছে;
- অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদন হচ্ছে ডিপিপি'র উল্লিখিত শুরুর তারিখের অনেক পরে, এরপর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয় আরো বিলম্বে, এসকল ক্ষেত্রে প্রকল্পটি শুরুতেই নির্ধারিত সময়ের চেয়ে একটা দীর্ঘ সময় পেছনে পড়ে, পরবর্তীতে তা কাটিয়ে উঠা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়।

৩.৬। মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব:

প্রকল্প প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রকল্পের মেয়াদ। ডিপিপি প্রণয়নে প্রকল্পের প্রকৃতি, অবস্থান, প্রকল্পের অঙ্গসমূহ, সংশ্লিষ্ট পণ্য, কার্য, সেবা প্রাপ্তিতে কাঙ্ক্ষিত সময় ও ব্যয় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্পের মেয়াদ প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদের পরিবর্তন হলে এর সাথে সম্পর্কিত সকল উপাদান যেমন এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দে প্রতিকূলতা, প্রকল্প পরিচালনায় দক্ষ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অপ্রতুলতা, প্রকল্পের আউটপুট বা ফলাফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতির উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। স্থানীয় মূল্যস্ফীতি বা বৈদেশিক মুদ্রার মান বৃদ্ধি এগুলোর সামগ্রিক ফলাফল ব্যয় বৃদ্ধি এবং আবারও এর প্রভাব পড়ে এডিপি/আরএডিপিতে। অপরদিকে প্রকল্পের ফলাফল গ্রহিতা/সেবা গ্রহিতারা (End User) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সুবিধা/আউটপুট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের কারণে আউটপুট এর উপযোগিতা হ্রাস পেতে পারে।

৩.৭। বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) কৃষি সেক্টরের আওতায় ডিএই, বিএডিসি, বিএমডিএ, ড্যামের উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন:

কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূলতঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কৃষিতে সেচ কার্যক্রম ব্যবস্থানায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-এর কার্যকরি ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া সার সংরক্ষণ ও বীজ উৎপাদনে বিএডিসির ভূমিকা অন্যতম। অন্যদিকে কৃষি পণ্য বিপণন চেইন-এ সরকারি সংস্থা হিসেবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ড্যাম)-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উল্লিখিত সংস্থাসমূহের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রধান প্রধান কম্পোনেন্ট ও অর্জন উল্লেখ করা হলো:

৩.৭.১ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অর্জন:

সারণি ৩.১২ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ডিএই কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রধান প্রধান অর্জন:

ক্রম.	প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের নাম	একক	অর্থবছর					মোট
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১.	মাঠ দিবস	সংখ্যা	৮৬২৪	৬৯৭০	৯৪৫২	১২৫৫৯	৮৩৪৭	৪৫৯৫২
২.	মেলা	সংখ্যা	৬৬	৬৭	৫	১২২	২৪৬	৫০৬
৩.	প্রদর্শনী	সংখ্যা	৮৮৭৯০	৯২১৩৩	১১৫৯৮৬	২২৯৩৬১	২৮৮০৯৫	৮১৪৩৬৫
৪.	প্রশিক্ষণ (কৃষক, কৃষি কর্মকর্তা)	ব্যাচ	১৮১৯৮	১২৩৩০	২১৫৮৩	১৯২৮৭	৮৩৭৬	৭৯৭৭৪

তথ্য সূত্রঃ ডিএই হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

৩.৭.২ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সেচ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অর্জন:

সারণি ৩.১৩ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সেচ সংক্রান্ত অর্জন:

ক্রম.	প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের নাম	একক	অর্থবছর					মোট
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১.	খাল/নালা খনন/পুনঃখনন	কিঃ মিঃ	৫৭৫	৮৩২	৮৬০	৬৫১	৮০৭.২	৩১৫০.২
২.	বেড়ীবাধ	কিঃমিঃ	৮	১২	৭৪	৬০	১১৮	২৭২
৩.	ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ	কিঃমিঃ	-	৪	১১	-	-	১৫
৪.	ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ	কিঃমিঃ	-	-	১	-	৬৮	৬৯
৫.	গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	-	৯	১১	৯	-	২৯
৬.	গভীর নলকূপ পুর্নবাসন	সংখ্যা	-	১৯ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)				১৬৯
৭.	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (বড়, ছোট, মাঝারী)	সংখ্যা	৩৮টি	-	৩০২	১০১	৮৭১+৪৭	২২২৫
৮.	সৌর চালিত ডাগওয়েল পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	-	১০১	৯০	৭০	১৩৮	৩৯৯
৮.	হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার অবকাঠামো নির্মাণ (বড়, ছোট, মাঝারী)	সংখ্যা	-	৫৩৬	২০০	৪১৬	-	১১২৫
৯.	এলএলপি পাম্প হাউজ স্থাপন	সংখ্যা	৬৮	৪৩	৩১৭	১৫১	৪৭	৬২৬
১০.	১/১/৫ কিউসেক এলএলপি ও গণকু ক্কীমে বারিড পাইপ লাইন স্থাপন/বর্ধিতকরণ	কিঃ মিঃ	-	৬০৭	৯১৪	৩৬২.৮	৩৬২	২২৪৫৮
১১.	রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	-	২৫	৫০২	১৩২	৬৭৮	১৩৩৭
১২.	ফসল রক্ষা বাঁধ	কিঃমিঃ	-	৯.৪	-	১৫.৪৭	৪১.৩০	৬৬.১৭
১৩.	সৌর চালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	-	-	-	-	-	৫১৮
১৪.	হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম	সংখ্যা	-	২	-	-	-	২
১৫.	রাবার ড্যাম	সংখ্যা						৪
১৬.	গাইড/বেড়িবাঁধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	-	৪	১২	-	-	১৬
১৭.	(বড়, ছোট, মাঝারী) আকারের পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ	সংখ্যা	১৮	-	-	-	-	১৮
	অন্যান্যঃ		২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত					
১৮.	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ	সংখ্যা						১৯৯২
১৯.	পানির স্তর পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা						১৮৪
২০.	আর্টেশিয়ান নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা						১০০
২১.	প্রশিক্ষণ (সেচ সংক্রান্ত)	সংখ্যা						১৫৪৪৪

তথ্য সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রতিবেদন।

৩.৭.৩ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সেচ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অর্জন:

সারণি ৩.১৪ বিগত ০৫(পাঁচ) বিএমডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সেচ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অর্জন:

প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের নাম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২২১-২২	২০২২-২৩	মোট
খাল পুনঃখনন	২১.২০ কি.মি.	১৩ কি.মি.	৪৯ কি.মি.	৮৯ কি.মি.	১৫৬ কি.মি.	৩২৮.২ কি.মি.
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ	১৩৫ কি.মি.	-	১৪৯.২৫ কি.মি	২৭৯.৫৫ কি.মি.	৭৯৭.২৫ কি.মি.	১৩৬১.০৫ কি.মি.
পাতকূয়া খনন	১২৭ টি	১৭২ টি	৮৩ টি	৪৪ টি	৩২ টি	৪৫৮টি
ফিতা পাইপ সংগ্রহ	৬৬০০০ মিটার	-	-	-	৩০০০০ মিটার	৯৬০০০ মিটার
জলাবদ্ধতা নিরসন	২৯৮০ হেক্টর	-	-	-	২২৫০ হেক্টর	৫২৩০ হেক্টর
কৃষক প্রশিক্ষণ	১০০০ জন	২৩০০ জন	১৩০০ জন	১২৭৫ জন	১৭৯৬ জন	৭৬৭১ জন
পুকুর পুনঃখনন	-	১২টি	২৪৫টি	২৪৪টি	৪৯৬টি	৯৯৭ টি
খননকৃত খাল, পুকুর ও নদীর পাড়ে এলএলপি স্থাপন	-	১৩টি	৬৯টি	১১০টি	১১৩টি	৩০৫টি
গভীর নলকূপ পুনর্বাসন	-	-	-	-	২৪০টি	২৪০ টি

৩.৭.৪ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ৮টি প্রকল্পের বীজ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অর্জন:

সারণি ৩.১৫ : বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বীজ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অর্জন:

প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের নাম	অর্থবছর					মোট
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২২১-২২	২০২২-২৩	
ভিত্তি বীজ	১৪৪ মে.ট.	১৪৪ মে.ট.	১৪৫.৪ মে.ট.	১১৫ মে.ট.	১৯৬.৪ মে.ট.	৭৪৪.৮ মে.ট.
বীজ গুদাম	৪০০ ব.মি	-	-	-	-	৪০০ ব.মি
ট্রানজিট বীজ গুদাম ঘর	৩৭৫ ব.মি.	-	-	-	-	৩৭৫ ব.মি
প্রশিক্ষণ	৪২০ জন ৩৩৬ জন ৭২৫ জন ৩৫২০ জন	২৫০ জন ১২১৫ জন ৪৫০ জন ৭৬৫৫ জন	৭৫০ জন ১১০২০ জন	৪৪০ জন ৮৮০ জন ৮৯১০ জন	২১০জন ৩৯৫ জন	৩৭১৭৬ জন
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ	-	-	১৯৫ মে.টন	২৫৪ মে.টন.	৩০৯ মে.ট.	৭৫৮ মে.টন
নার্সারি	-	-	৩৮৫০০ টি	৩৮৩২০ টি	৩৮১৯৭ টি	১১৫০১৭ টি
জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন	-	-	২৯২টি		৩০০টি	৫৯২ টি
ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন	৩০৬০৯.৯২ মে.ট.	-	-	-	-	৩০৬০৯.৯২ মে.ট.
বিনা মূল্যে প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়াল বিতরণ	১.৯২ লক্ষ	-	-	-	-	১.৯২ লক্ষ
ট্রানজিট গোডাউন নির্মাণ	৩ টি	-	-	-	-	৩ টি
বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি উৎপাদন	৯০ কেজি	১০৬৩.৮৫ কেজি	২১৩৯ কেজি	২০০০ কেজি	২০০০ কেজি	৭২৯২.৮৫ কেজি
প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ	০.৭৭৬ কেজি	২.৪১ কেজি	-	-	-	৩.১৮৬ কেজি
ধান, গম ও ভুট্টা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ	-	৩১৬৮৬.২৪ মে.টন	-	-	-	৩১৬৮৬.২৪ মে.টন
অটো সিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট ক্রয়/ স্থাপন	-	১টি	-	-	-	১টি
খামারে বীজ উৎপাদন	-	১৯১৫.১৪ মে.ট	-	-	-	১৯১৫.১৪ মে.ট
বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	-	৩২৪টি	৩১৯টি	১৬৫টি		৮০৮টি

প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের নাম	অর্থবছর					মোট
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২২১-২২	২০২২-২৩	
নেট হাউজ	-	-	(প্রতিটি ১০০ বর্গমি.)-০২টি	(প্রতিটি ১০০ বর্গমি.)-০১টি	-	(প্রতিটি ১০০ বর্গমি.)-০৩টি
পলি হাউজ	-	-	(প্রতিটি ১০০ বর্গমি.)-০১টি	০২টি	-	(প্রতিটি ১০০ বর্গমি.)-০৩টি
বীজ আলুর সটিংশেড	-	-	০১টি	-	-	০১টি
প্রদর্শনী (মাঠ প্রদর্শনী, ব্লক প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস)	-	-	-	৭৭টি	-	৭৭টি

তথ্য সূত্রঃ বিএডিসি হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

৩.৭.৫ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডাম) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অর্জন:

সারণি ৩.১৬ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডাম) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অর্জন:

ক্রমিক	প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের নাম	অর্জন
১.	এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ	১০টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ।
২.	অফিস কাম ট্রেনিং এন্ড প্রোসেসিং সেন্টার নির্মাণ	১০টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ।
৩.	পাইকারী মার্কেট নির্মাণ	আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ঢাকার গাবতলীতে ফুলের ১টি পাইকারী নির্মাণ।
৪.	জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ	৮১১টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ।
৫.	পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণের জন্য ঘর নির্মাণ	পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণের জন্য ২৫০টি ঘর নির্মাণ।
৬.	কৃষক পর্যায়ে আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ	কৃষক পর্যায়ে আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর-১৫০টি নির্মাণ।
৭.	কৃষক বিপণন দল গঠন করে কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক বিপণন দল গঠন করে ৭৫০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ।
৮.	কৃষক ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	১২৫০০ জন কৃষক ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ।
৯.	পোস্ট হারভেস্ট প্রাইমারি প্রসেসিং এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল প্রশিক্ষণ	পোস্ট হারভেস্ট প্রাইমারি প্রসেসিং এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল প্রশিক্ষণ-৬০০০০ জন।
১০.	ফুলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং কার্যক্রম সহায়তার জন্য ঢাকার পাইকারী বাজার আধুনিক মেশিন স্থাপন	ফুলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং কার্যক্রম সহায়তার জন্য ঢাকার পাইকারী বাজার আধুনিক মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
১১.	ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সেবা প্রদান	ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে ১৮০টি প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সেবা প্রদান।

৩.৮। বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে কৃষিখাতে সেচের কাভারেজ, বীজ উৎপাদন, সার সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষির আধুনিকায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি বিপণনের বিদ্যমান চেইনের পর্যালোচনাঃ

৩.৮.১ সেচ কাভারেজঃ

সেচ কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সেচ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হল- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। তবে, প্রকল্পের কম্পোনেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কতিপয় ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকে। নিম্নে বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) চাষযোগ্য জমির পরিমাণ, সেচকৃত জমির পরিমাণ, সেচ কাভারেজ অর্জনে বিএডিসি ও বিএমডিএ-এর অবদান উল্লেখ করা হল:

সারণি ৩.১৭ : বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) চাষযোগ্য জমির পরিমাণ, সেচকৃত জমির পরিমাণ, সেচ কাভারেজ অর্জনে বিএডিসি ও বিএমডিএ-এর অবদান

ক্রমিক	অর্থবর	চাষযোগ্য জমির	সেচকৃত জমির	বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সেচকৃত জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)

		পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	বিএডিসি	বিএমডিএ	অন্যান্য (বেসরকারি)	অন্যান্য পদ্ধতি
১	২০১৮-১৯	৮.৫৯	৫.৫৯	০.৫৩৬	০.৫২২	৪.২৫৯	০.২৬৮
২	২০১৯-২০	৮.৫৮	৫.৬৩	০.৫৪৭	০.৫২৫	৪.২৮২	০.২৭২
৩	২০২০-২১	৮.৫০	৫.৬৫	০.৫৫৫	০.৫২৪	৪.২৯৮	০.২৭৬
৪	২০২১-২২	৮.১২	৫.৬৯	০.৫৬৩	০.৫২৯	৪.৩২৬	০.২৭০
৫	২০২২-২৩	৮.০৮	৫.৭৫	০.৫৭৬	০.৫২৯	৪.৩৪৯	০.২৯৩
সর্বমোট		৪১.৮৭	২৮.৩১	২.৭৭৭	২.৬২৯	২১.৫১৪	১.৩৭৯

তথ্য সূত্রঃ বিএডিসি, বিএমডিএ

৩.৮.১.১। ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত সমস্যা:

- অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে ক্রমান্বয়ে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া অনিয়মিত কল-কারখানার বর্জ্যপদার্থে ভূ-পরিস্থ পানি দূষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সেচের পানি পরিবহন ও সেচ উপযোগী মান সম্মত পানির প্রাপ্যতা বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।
- ভূ-গর্ভস্থ পানি নির্ভর সেচ ব্যবস্থাপনার ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। একই সাথে নদী, খাল-বিল সংস্কারের অভাবে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে। ফলে ক্রম বর্ধমান কৃষি ব্যবস্থায় সেচের প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।
- কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না।
- সংস্থার কার্যক্রমের পরিধি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবলের অভাব।

৩.৮.২। বিগত ৫ বছরে বিএডিসি'র এডিপিভুক্ত বীজ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন নিম্নরূপ:

সারণি **৩.১৮। বিগত ৫ বছরে** বিএডিসি'র এডিপিভুক্ত বীজ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে **বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন:**

হিসাবঃ মে.টন

ক্রম.	বিভিন্ন বীজ ফসলের নাম	অর্থবছর					মোট
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১.	আউশ (উফশী)	২২৩৩	৩১৩৬	৪৫৭৭	৪৮২৩	৬৬৩৯	২১৪০৮
২.	আমন (উফশী)	২১৯২৫	২০২৯৯	২৩৪০৮	২৪৯৪৫	২৭৮৯২	১১৮৪৬৯
৩.	বোরো (ইনব্রিড)	৬৩০৯৭	৫৯৫৭৪	৬৪১৫৮	৬৪১২০	৬৫৭৯৭	২৭০০৪৬
৪.	বোরো (হাইব্রিড)	৮৮৬	১২৭৩	১৩৪৬	৮৮৪	৫৯৩	৪৯৮২
৫.	আলু বীজ	৩৪৯৯৩	৩৩৫৩৭	৩৫১৪৮	৩৩৩৩১	৩৭৫০১	১৭৪৫১০
৬.	ডাল বীজ	২২৮০	২০৬৮	১৯০৮	১৯৭৬	১৯২৮	১০১৬০
৭.	তৈল বীজ	১৬৩৬	১৭২৪	১৫০২	১৬৬১	২৯৬৮	৯৪৯১
৮.	সবজি বীজ	১০১	১০১	১২২	৮১	১১০	৫১৫
						সর্বমোট	৬০৯৫৮১

৩.৮.২.১। বিএডিসি কর্তৃক বীজ উৎপাদনের বর্তমান সমস্যাঃ

(i) জনবলের অভাব;
(ii) মাঠ পর্যায়ে যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের অপ্রতুলতা;
(iii) চুক্তিবদ্ধ চাষীদের একক মালিকানাধীন জমির পরিমাণ কমে যাওয়া;
(iv) বীজ উৎপাদন খামারের স্বল্পতা; এবং
(v) পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।

৩.৮.৩। **সার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা:**

কৃষি উৎপাদনে সার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি ও এমওপি) সার আমদানি, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। অন্যদিকে ইউরিয়া সার উৎপাদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমদানির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)। নন-ইউরিয়া সার সংরক্ষণাগার নির্মাণ ও মেরামতের জন্য বিএডিসি কর্তৃক ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সার সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকল্পওয়ারি তথ্যাদি এবং এতদসংক্রান্ত তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.৮.৩.১ বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অর্জনঃ

সারণি ৩.১৯ বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অর্জনঃ

সার প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে	সার প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের মাধ্যমে	সার প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মধ্যমে	মন্তব্য
সার প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে গুদাম ছিল: ১১৫টি ধারণক্ষমতা ছিল: ১.৫৯ লক্ষ মেঃ টন	পুরাতন গুদাম মেরামত ১১৫টি নতুন প্রিফেব্রিকেটেড গুদাম নির্মাণঃ ১৭টি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিঃ ৫০,০০০ মেঃ টন	নতুন প্রিফেব্রিকেটেড গুদাম নির্মাণ হবে: ৪২টি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে: ১.০০ লক্ষ মেঃ টন	সার প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে ৪২টি গুদামের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৭টি গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

সূত্রঃ বিএডিসি প্রতিবেদন।

সারণি **৩.২০।** প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের মাধ্যমে নির্মিত ১৭টি প্রি-ফেব্রিকেটেড গুদামের তালিকা

ক্রম	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা মেঃ টন
১।	ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর	০১	২০০০
২।		গোপালগঞ্জ	মকসুদপুর	০১	১২০০
৩।	ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর	০১	৩০০০
৪।		শেরপুর	ঝিনাইগাতি	০১	৮০০
৫।	সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর	০১	২৫০০
৬।		হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ	০১	২২০০
৭।	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	০১	১৮০০
৮।		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১	২৩০০
৯।	রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর	০১	৪০০০
১০।		নাটোর	নাটোর	০১	৫০০০
১১।	রংপুর	বগুড়া	বগুড়া	০১	৬০০০
১২।		রংপুর	রংপুর সদর	০১	৪০০০
১৩।	খুলনা	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	০১	৫২০০
১৪।		যশোর	যশোর সদর	০১	৪০০০
১৫।		যশোর	যশোর সদর	০১	২০০০
১৬।		মাগুড়া	মাগুড়া সদর	০১	৩০০০
১৭।		কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	০১	৫০০০
	সর্বমোট			১৭	৫০০০০

পর্যালোচনাঃ বিএডিসি'র বিদ্যমান সার সংরক্ষণাগারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের (১ম পর্যায়) এর মাধ্যমে ১১৫টি পুরাতন সার সংরক্ষণাগার মেরামত/সংস্কার করা হয়েছে। নতুন ১৭টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ১৭টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণের ফলে ধারণক্ষমতা ৫০,০০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে ৪২টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৫টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে ৪২টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণের ফলে

ধারণক্ষমতা ১.০০ লক্ষ মেঃ টন বৃদ্ধি পাবে। এমতাবস্থায়, বর্তমানে ক্রমবর্ধিষ্ণু কৃষি উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমবর্ধমান সারের চাহিদামত সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেয়া যেতে পারে।

৩.৮.৩.২। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রকল্প সমুহে অর্জন:

সারণি ৩.২১। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহে অর্জন:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	প্রয়োজনীয় তথ্যাদি
১। মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএমঅংগ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৭-২০১৬ পর্যন্ত।	১। চুয়াডাঙ্গা জেলায় ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। ২। ৮টি এসেম্বল সেন্টার নির্মান। ৩। ৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪। ৭৫টি মোটিভেশনাল ট্যুর আয়োজন।
২। পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএএম অংগ) । প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৭-২০১৭ পর্যন্ত।	১। ৬টি এসেম্বল সেন্টার নির্মান। ২। ৯০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩। ৫০টি মোটিভেশনাল ট্যুর আয়োজন।
৩। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০১-০৩-২০১৫ হতে৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত।	১। ৭,৯০০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং ৩৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। ২০টি ওয়ার্কশপ/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২ টি সেমিনার আয়োজন। ৩। ৪টি জেলায় ৪টি এসেম্বল সেন্টার ও সিলেট জেলায় ১টি অফিস কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ।
৪। বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধার মাধ্যমে ফুল ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ১/১০/২০১৮ হতে ৩১/০৬/২০২২ পর্যন্ত।	১। ৫টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ। ২। আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ঢাকার গাবতলীতে ফুলের ১টি পাইকারী মার্কেট নির্মাণ। ৩। ফুলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং কার্যক্রম সহায়তার জন্য ঢাকার পাইকারী বাজারে আধুনিক মেশিন স্থাপন।
৫। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গ) বাস্তবায়নকালঃ ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত।	১। ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে ২৫৬টি প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ও পরিবহণ সেবা প্রদান। ২। পোস্ট হারভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল বিষয়ে ৪০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ৫০,০০০ টি প্লাস্টিক ক্রেট এবং ৫০,০০০টি হার্ভেস্টিং ক্লিপার বিতরণ।
৬।কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত।	১। প্রকল্পভূক্ত এলাকায় প্রসেসিং যন্ত্রসমূহ Digital Electric Dryer, Sealing Machine,Pulper Machine, Digital Slicing Machine, Heat Gun, Digital Balanceবিতরণ। ২। প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৩৬১টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ। ৩। ৫টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ।
৭। কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকালঃ ০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত।	১। ৩৯৪০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উপকারভোগী কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণের জন্য ১৩৬ টি ঘর নির্মাণ।
৮। আলুর বহমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকালঃ ০১/০১/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত।	১। কৃষক পর্যায়ে আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর - ২৫০ টি নির্মাণ। ২। আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি-২১৬ সেট বিতরণ, তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ত্রিপল)- ৯০০টি, ডিজিটাল ওয়েট মেশিন- ৪৫০ টি এবং প্লাস্টিক ক্রেট- ২০,০০০ টি বিতরণ।

৩.৮.৩.৩। কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনে বর্তমান সমস্যা:

- অঞ্চল/পণ্যভিত্তিক আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামোর ঘাটতি (পাইকারি/কালেকশন পয়েন্ট/প্রাইমারি প্রসেসিং সেন্টার/হিমাগার)।
- পেঁয়াজ/আলুর মতো কৃষিপণ্যের প্রাকৃতিক হিমাগার সংখ্যা কম।

- কৃষক-স্থানীয় কৃষি ব্যবসায়ী-টার্মিনাল ব্যবসায়ী-পরিবহণ-সংরক্ষণাগার-প্যাকেজিং-সুপারশপ-রপ্তানিকারক ইত্যাদির মধ্যে বিদ্যমান আন্ত:সম্পর্ক অপ্রতুল।
- সেন্ট্রাল আড়ত/ব্যবসায়ীর সাথে কৃষকের সম্পর্কের অভাব।
- বেসরকারিভাবে নির্মিত সংরক্ষণাগার/হিমাগারে খরচ বেশি ও রিটার্ন স্লো, তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিমাগার ব্যবসা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলে এ খাতে বিনিয়োগ কম।
- অঞ্চল/পণ্যভিত্তিক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামোর (পাইকারি/কালেকশন পয়েন্ট/প্রাইমারি প্রসেসিং সেন্টার/হিমাগার) ঘাটতি ।
- প্রয়োজনের তুলনায় কৃষিপণ্যের প্যাকহাউজের সংখ্যা অপ্রতুল।
- রপ্তানির জন্য পোর্ট এলাকায় হিমাগার অবকাঠামোর অভাব, কুল চেইন ব্যবস্থার অভাব।
- কৃষিপণ্য বিপণনে কার্যকর ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এর ঘাটতি।
- অধিক/সারপ্লাস অঞ্চলের কৃষি ব্যবসায়ীর সাথে অন্য/ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীর সম্পর্কের অভাব।
- দেশীয় ফলের চেয়ে বাজারে বিদেশি ফলের চাহিদা বেশি। ফলে দেশীয় ফলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম কম।
- কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার তথ্যের ভান্ডার/সোর্স সহজলভ্যতার অভাব।
- অন্য দেশের তুলনায় কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ অনেক কম।
- কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয়করণ, গুণগতমান সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে বাজার মনিটরিং সংশ্লিষ্ট জনবলের ঘাটতি।

৩.৯। কৃষিতে খামার যান্ত্রিকীকরণে অর্জন:

খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৯) প্রকল্প ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২৫) -এর মাধ্যমে নিম্নেবর্ণিত কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

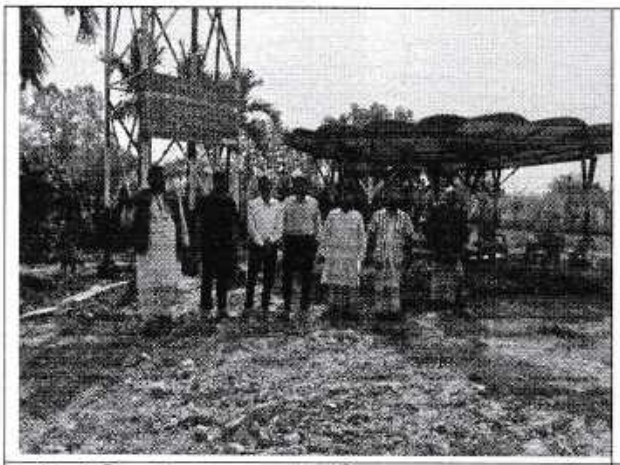
যন্ত্রের বিবরণ	প্রকল্পের শুরু থেক অদ্যাবধি পর্যন্ত বিতরণকৃত যন্ত্রের সংখ্যা
ক) কম্বাইন হারভেষ্টার	
ধান গম ও ভূট্টা	১২,৪৯০টি
খ) রিপার যন্ত্র	
রিপার	৯,১৯৩টি
গ) রাইস ট্রান্সপ্লান্টার (রাইডিং টাইপ, ওয়াকিং টাইপ) যন্ত্র	১,৮৭৬টি
ঘ) সিডার/বেডপ্লান্টার	১৪,৪০৬টি
ঙ) পাওয়ার থ্রেসার	১৬,৮৩২টি
চ) মেইজ শেলার	২৩৪২টি
ছ) ড্রায়ার	৩৩টি
জ) পাওয়ার স্প্রেয়ার	৫৭২টি
ঝ) পাওয়ার উইডার	৩৯টি
ঞ) পটেটো ডিগার	১০৭৭টি

৩.৯.১ পর্যালোচনা: কৃষি আধুনিকায়নে বিগত ৫ বছর আগে কৃষির অবস্থা ও বাস্তবায়নের পর বর্তমান অবস্থা/অর্জন:

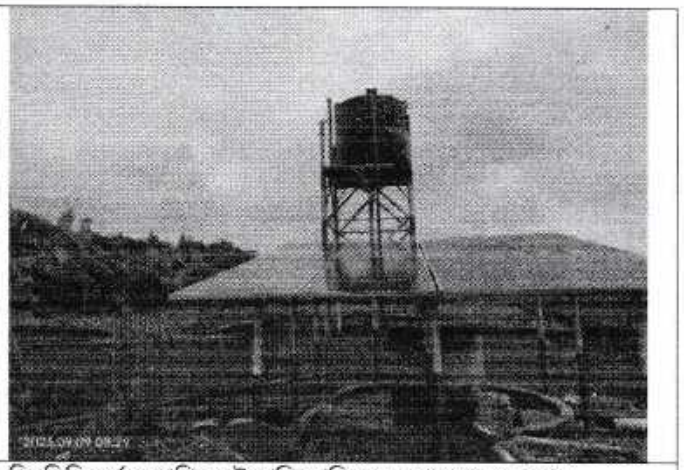
কৃষি আধুনিকায়নে বিগত ৫ বছর আগে কৃষির অবস্থা	বাস্তবায়নের পর বর্তমান অবস্থা/অর্জন
বিগত ৫ বছর পূর্বে আগাম/আকস্মিক বন্যায় হাওরের ধান নষ্ট হয়ে যেত।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর হাওরের বোরো ধান আগাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্পটি শুরুর পর থেকে গত ৪ বছরে আগাম বন্যায় হাওরের বোরো ধান নষ্ট হয়নি।
বিগত ৫ বছর পূর্বে যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কর্তন ছিলো শতকরা ৪ ভাগ ।	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পর শতকরা ১৮ ভাগ জমির ধান মেশিনের মাধ্যমে কর্তন করা সম্ভব হচ্ছে।
পূর্বে এক একর জমির ধান প্রচলিত পদ্ধতিতে কর্তন করতে ১২-১৫ হাজার টাকা খরচ হতো।	প্রকল্পের আওতায় মেশিনের মাধ্যমে কর্তন করতে খরচ হয় মাত্র ৬ হাজার টাকা। ফসল কর্তনকালীন ফসলের অপচয় হ্রাস পায় শতকরা ৮ ভাগ। ফলে একর প্রতি কৃষকের ৪.৫ মন ধান বেশি পাওয়া যায়। যার বাজার মূল্যে ১০০০ টাকা মন প্রতি হিসেবে সাড়ে চার হাজার টাকা। অর্থাৎ যন্ত্র দিয়ে ধান কাটায় একরে কৃষকের লাভ ১০৫০০/- টাকা।

একর প্রতি জমির ধান কর্তনে ১৮ জন শ্রমিক ৮ ঘন্টা করে ১৪৪ ঘন্টা সময় লাগতো।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যন্ত্র দিয়ে ১ ঘন্টায় ১ একর জমির ধান কর্তন করা সম্ভব হচ্ছে।
বিগত ৫ বছর পূর্বে ফসল কর্তনে ফসলের অপচয় ও ফসল সংগ্রহত্তোর অপচয় হতো প্রচুর (১০-১৫%)।	ফসলের সংগ্রহত্তোর অপচয় রোধ হয়েছে ৮-৯%, ফসলের সংগ্রহ খরচ হ্রাস পেয়েছে ৪৫.২৫% যা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০% বেশি। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৮১%।
৫ বছর পূর্বের শিক্ষিত পুরুষ/মহিলা বেকাররা কৃষি কাজে আগ্রহী ছিলো না।	এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবকরা ২৮ দিন ব্যাপী আবাসিক গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেই মেকানিক, চালক ও উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছেন। ইতোমধ্যে ৪৩০০ জন পুরুষ ও ২০০ জন মহিলা মেকানিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। আবাসিক গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণের ফলে ঘরে বসে ট্রেতে চারা তৈরি এবং রাইসট্রান্স প্লান্টার এর মাধ্যমে জমিতে চারা রোপণ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হচ্ছে এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নারীরাও রাইসট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে ধান রোপন এবং কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কর্তন করছেন।
৫ বছর পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতিতে ধান রোপন করা হতো। ফলে সময় বেশী লাগতো, উৎপাদন খরচ বেশী ছিলো এবং উৎপাদনও কম হতো।	এই প্রকল্পের আওতায় রাইসট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপন করা হয়। যার ফলে সাশ্রয় হচ্ছে সময়, উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। শ্রমিকের সংকট দূর হচ্ছে এবং উৎপাদনও বাড়ছে।

৩.১০। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র:

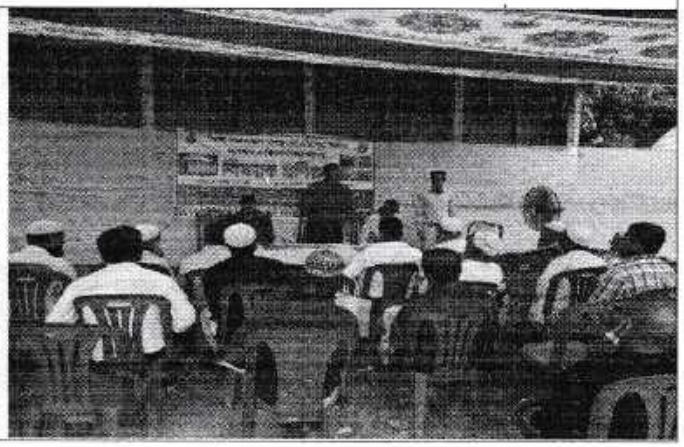


আইএমইডি কর্তৃক "পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পাবনা সদর উপজেলার ডাগওয়েল পরিদর্শন।



বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্পের একাংশ।





বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের জন্য ল্যাব-কাম-অফিস ভবন নির্মাণ কাজ আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন।

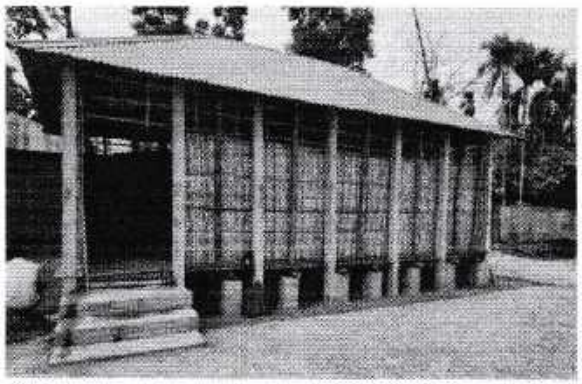
চিত্রঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত "আলু সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।





ডিএই কর্তৃক বিতরণকৃত রাইসট্রান্সপ্ল্যান্টার যন্ত্র





ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ নলকূপ আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন। মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

চিত্রঃ অহিমায়িত মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণের স্থিরচিত্র।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)র "লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট (১ম সংশোধিত)" জানুয়ারি ২০১৮ সমাপ্ত জুন ২০২১ প্রকল্পের পুনঃখননকৃত বলিপাড়া খাল আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়
SWOT Analysis

৪। SWOT Analysis:

Strengths (সবল দিকসমূহ), Weaknesses (দুর্বল দিকসমূহ), Opportunities (সুযোগসমূহ) এবং Threats (ঝুঁকিসমূহ)-এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতি, যা প্রকল্পের উক্ত চারটি দিক যেমন সবল দিকসমূহ, দুর্বল দিকসমূহ, প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগসমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে। তন্মধ্যে সবল ও দুর্বল দিকসমূহ অভ্যন্তরীণ বিষয় যা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু সুযোগ এবং ঝুঁকিসমূহ বাইরের বিষয়, যা অনুমান করতে হয়।

৪.১ Strengths/ সবল দিকসমূহ

১) সার, বীজ ও সেচে ভর্তুকি প্রদান এবং ভর্তুকিতে যন্ত্র সরবরাহ;
২) কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে কম সময় ও কম খরচে বেশি উৎপাদন;
৩) ফসল উত্তোলনের পর কম্বাইন হারভেস্টার ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস;
৪) কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব হয়েছে।
৫) সমাপ্ত এবং চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে;

৪.২ Weaknesses/ দুর্বল দিকসমূহ

১) প্রকৃত কৃষক শনাক্তকরণে সুনির্দিষ্ট মানদন্ডের অভাব;
২) কৃষি ক্ষেত্রে মনিটরিং-এ সার্বক্ষণিক কৃষি প্রকৌশলীকে অন্তর্ভুক্ত না করা;
৩) প্রয়োজনের তুলনায় গ্রামীণ টেকনিশিয়ানের অপ্রতুলতা;
৪) কৃষি যন্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের অপ্রতুলতা;
৫) কিছু কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হারে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
৬) জমি সংক্রান্ত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়েছে;
৭) এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ প্রদান করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে;
৮) সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে বার বার প্রকল্প সংশোধন করা হয়েছে;
৯) অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ সমীক্ষা যাচাই/ সমীক্ষা যাচাই না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে;
১০) অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ প্রাক্কলনের কারণে তা সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়েছে;
১১) অনেক সময় প্রকল্প সংশোধনের সময় নতুন নতুন অংগ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি পাচ্ছে;
১২) আর্থিক সঙ্গতির স্বার্থে যথাসময়ে অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না;

৪.৩ । Oppurtunities/ সুযোগসমূহ

১) কৃষি ক্ষেত্রে সাশ্রয়ি কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার;
২) কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩) কৃষি ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন ও নিবিড়তা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
৪) কৃষি ক্ষেত্রে যুগোপযোগি যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে;
৫) দেশে বেসরকারি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে;
৬) কৃষি ক্ষেত্রে মানব পরিশ্রম হ্রাস পেয়েছে;
৭) কৃষি সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের উন্নতি হচ্ছে;
৮) কৃষি সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়াতে বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে;
৯) কৃষি সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে;
১০) কৃষি সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.৪ । Threats/ ঝুঁকিসমূহ

১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, খরা, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি কারণে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া;

২) ফসলের জমিতে কীটনাশক ও বালাইনাশকের অপরিমিত ব্যবহার;

৩) কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমশ: কমে যাওয়া;এবং

৪) কৃষিকাজে নিয়োজিত মানুষের অন্য পেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং কৃষিকাজে অনাগ্রহ সৃষ্টি।

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১২(বারো)টি সংস্থা কর্তৃক ৮০(আশি)টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫২৮৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৬২৯২৬.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৮৯৮২৪.০০ লক্ষ টাকা)। তন্মধ্যে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্ত জিওবি অর্থের পরিমাণ ২৭১৭১৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১৯১১০৯.০০লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট জিওবি বরাদ্দের বরাদ্দের ৫২.৬৬% অর্থ ব্যয় হয়েছে। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এ আর্থিক অগ্রগতি এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ব্যয়ের জাতীয় গড় (৪২.৩০%) এর তুলনায় বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন মনিটরিং জোরদার করা হলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের শতভাগ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

৫.২ প্রকল্পের 'টাইম ওভাররান' ও 'কষ্ট ওভাররান':

৫.২.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৩টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে ০-৩০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩টি প্রকল্প যা মোট প্রকল্পের ২৮.৭৫%। ৩০-৬০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮টি (১০%), ৬০-৯০% পর্যন্ত ১টি (১.২৫%) ও ৯০-১২০% পর্যন্ত ১টি (১.২৫%) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরদিকে, ৮০টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৯টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে ০-২০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২টি (৪০%), ২০-৪০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩টি (৩.৭৫%), ৪০-৬০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১টি (১.২৫%), ৬০-৮০% পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২টি (২.৫%) এবং ১০০% এর উর্ধ্বে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১টি (১.২৫%) প্রকল্পের। অন্যদিকে, ৩৬টি (৪৫%) প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় কোনটি বৃদ্ধি পায় নি এবং ২টি (২.৫%) প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

৫.২.২ বিগত ০৫ বছরে (অর্থবছর ভিত্তিক) সমাপ্ত ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২৫টি প্রকল্প মূল ডিপিপি'র নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে। ৩৮টি প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি পেয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২১টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ০-৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে ১০টি প্রকল্পের ৩০-৬০%, ২টি প্রকল্পের ৬০-৯০%, ১টি প্রকল্পের ৯০-১২০%, ৩টি প্রকল্পের ১২০-১৫০% এবং ১টি প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫০% এর উর্দ্ধে।

অপরদিকে, ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্প মূল ডিপিপি'র নির্ধারিত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। ৪৪টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৯টি প্রকল্পের ব্যয় ০-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে ৭টি প্রকল্পের ২০-৪০%, ৩টি প্রকল্পের ৪০-৬০%, ৪টি প্রকল্পের ৮০-১০০%, ১টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০% এর উর্দ্ধে।

৫.২.৩ প্রকল্পসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে ডিপিপি'র কোন অঙ্গ পরিবর্তনের কারণে পরবর্তীতে বাজারমূল্যের সাথে মিলিয়ে প্রাক্কলন সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতা, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়া, স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য কারণে নতুন নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হওয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম প্রাক্কলন করায় পরবর্তীতে বাস্তবায়নের সময় তা সংশোধনপূর্বক মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়া, অসম্পূর্ণ ফিজিবিলিটি স্টাডি/ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি/আরডিপিপি'র অঙ্গের সাথে বাস্তবতা ভিন্ন থাকায় প্রকল্পের কর্মসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া এবং পরবর্তীতে সংশোধন অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়া; ডিপিপি'র কাঠামো অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পে দক্ষ জনবলের পদায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হওয়া, ডিপিপিতে প্রকল্প শুরুর উল্লিখিত তারিখের অনেক পরে প্রকল্পের অনুমোদন, বিলম্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ইত্যাদি।

৫.২.৪ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি'র অঙ্গের সাথে বাস্তবতা ভিন্ন থাকায় ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়; অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম প্রাক্কলন করায় পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধের প্রয়োজন হয়; প্রাকৃতিক পরিবর্তন এবং স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের নির্ধারিত ডিজাইন/স্থান পরিবর্তন হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়; প্রকল্প চলাকালীন স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্তি/Scope of Works বৃদ্ধি হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়; প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ পাওয়ায় ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্থর হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয় এবং বর্ধিত সময়ের জন্য লোকবল, যানবাহন, জ্বালানিসহ অনেক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয় ইত্যাদি।

৫.২.৫। **মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব:**

ডিপিপি প্রণয়নে প্রকল্পের প্রকৃতি, অবস্থান, প্রকল্পের অঙ্গসমূহ, সংশ্লিষ্ট পণ্য, কার্য, সেবা প্রাপ্তিতে কাঙ্খিত সময় ও ব্যয় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদের পরিবর্তন হলে এর সাথে সম্পর্কিত সকল উপাদান যেমন এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দে প্রতিকূলতা, প্রকল্প পরিচালনায় দক্ষ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অপ্রতুলতা, প্রকল্পের আউটপুট বা ফলাফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতির উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। স্থানীয় মূল্যস্ফীতি বা বৈদেশিক মুদ্রার মান বৃদ্ধি এগুলোর সামগ্রিক ফলাফল প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। অপরদিকে প্রকল্পের ফলাফল গ্রহিতা/সেবা গ্রহিতারা (End User) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সুবিধা/আউটপুট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের কারণে আউটপুট এর উপযোগিতা হ্রাস পেতে পারে।

৫.৩ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) কৃষি সেক্টরের আওতায় সেচ, সার সংরক্ষণ, বীজ উৎপাদন, কৃষি বিপণন ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন:

৫.৩.১ সেচ কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সেচ ব্যবস্থাপনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে সরকারের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত প্রধান সংস্থা হল- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)। বিগত ০৫(পাঁচ) অর্থবছরে বিএডিসি ও বিএমডিএ কর্তৃক ৩৪৭৮.৪০ কি.মি. খাল/নালা খনন/পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ২২২৫টি (বড়, ছোট,মাঝারি), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ ১১২৫টি (বড়, ছোট,মাঝারি), গভীর নলকূপ স্থাপন/ পুনর্বাসন, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/বর্ধিতকরণ-৬৯৯কি.মি, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ৬৬.১৭কি.মি, রাবার ড্যাম/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ ০৬টি, পাতকুয়া নির্মাণ ৮৫৭টি, এলএলপি স্থাপন ৩০৫টি, জলাবদ্ধতা নিরসন ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) দেশে মোট সেচকৃত জমির পরিমাণ ২৮.৩১ মিলিয়ন হেক্টর। তন্মধ্যে বিএডিসি ও বিএমডিএ-এর প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৫.৪০৬ মিলিয়ন হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে। এ গবেষণায় কৃষিতে ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ভূ-গর্ভস্থ পানি নির্ভর সেচ ব্যবস্থাপনার ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। একইসাথে নদী, খাল-বিল সংস্কারের অভাবে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে। ফলে ক্রমবর্ধমান কৃষি ব্যবস্থায় সেচের প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না এবং বিএডিসি ও বিএমডিএ-এর সংস্থার কার্যক্রমের পরিধি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবলের অভাব রয়েছে ইত্যাদি। এছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন: সৌরশক্তি ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.৩.২ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বিএডিসি'র বিদ্যমান সার সংরক্ষণাগারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের (১ম পর্যায়) এর মাধ্যমে ১১৫টি পুরাতন সার সংরক্ষণাগার মেরামত/সংস্কার করা হয়েছে। নতুন ১৭টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ১৭টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণের ফলে ধারণক্ষমতা ৫০,০০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে নির্মিতব্য ৪২টি সার সংরক্ষণাগারের ইতোমধ্যে ১৭টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৫টি সার সংরক্ষণাগার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে ৪২টি সার সংরক্ষণাগার

নির্মাণের ফলে ধারণক্ষমতা ১.০০ লক্ষ মেঃ টন বৃদ্ধি পাবে। ক্রমবর্ধিষ্ণু কৃষি উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমবর্ধমান সারের প্রকৃত চাহিদা ও সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া মাটি ও পানির বিশুদ্ধতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহার ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব থাকায় এগুলোর ব্যবহার কমিয়ে জৈব বালাইনাশক ও জৈবসারের উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার একটি অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ হওয়ায় বর্তমান খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে আমদানিকৃত প্রায় ২৪.০০ হতে ২৫.০০ লক্ষ মে. টন নন-ইউরিয়া (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) সার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় গুদাম না থাকায় নতুন গুদাম নির্মাণসহ পুরাতন গুদাম মেরামত করে সার সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.৩.৩ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ৮টি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণীর বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। প্রধান প্রধান অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিত্তি বীজ ৭৪৪.৮ মে.ট.; বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি ৭২৯২.৮৫কেজি; ধান, গম ও ভুট্টা বীজ ৩০৬০৯.৯২ কেজি ও খামারে বীজ উৎপাদন ১৯১৫.১৪ মে.ট., এছাড়া ধান, গম ও ভুট্টার বীজ প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ ৩১৬৮৬.২৪ মে.টন;। এছাড়া জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন ৫৯২ টি, নার্সারি স্থাপন ১১৫০১৭টি, প্রদর্শনী প্লট ৮০৮টি স্থাপন করা হয়েছে। বীজ গুদাম, ট্রানজিট বীজ গুদাম ঘর স্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণায় বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেলখযোগ্য হলো চুক্তিবদ্ধ চাষীদের একক মালিকানাধীন জমির পরিমাণ কমে যাওয়া, বীজ উৎপাদন কার্যক্রমে জনবলের অভাব, মাঠ পর্যায়ে যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের অপ্রতুলতা, বীজ উৎপাদন খামারের স্বল্পতা, বীজ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও অন্যান্যদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব ।

৫.৩.৪ বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন ০৮(আট) টি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১৯টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ, ৩৬১টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ঢাকার গাবতলীতে ফুলের ১টি পাইকারি মার্কেট নির্মাণ ও ফুলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং কার্যক্রম সহায়তার জন্য ঢাকার পাইকারি বাজারে আধুনিক মেশিন স্থাপন, কৃষক পর্যায়ে আলু সংরক্ষণের জন্য ২৫০টি মডেল নির্মাণ, আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি (২১৬ সেট) বিতরণ, প্রকল্পভুক্ত এলাকায় প্রসেসিং যন্ত্র সরবরাহ, ৫৭৩৪০ জন কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা-কে কৃষিজাত পণ্যের মার্কেটিং,প্যাকেজিং, পোস্ট হারভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কৃত্রিম সংকট বা অবৈধ মজুদ রোধকল্পে কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ গবেষণায় বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অঞ্চল/পণ্যভিত্তিক আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামোর ঘাটতি (পাইকারি/কালেকশন পয়েন্ট/প্রাইমারি প্রসেসিং সেন্টার/হিমাগার ইত্যাদি), সেন্ট্রাল আড়ত/ব্যবসায়ীর সাথে কৃষকের সম্পর্কের অভাব, কৃষিপণ্যের প্যাকিং হাউজের সংখ্যা অপ্রতুল, অধিক/সারপ্লাস অঞ্চলের কৃষি ব্যবসায়ীর সাথে অন্য/ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীর কম যোগাযোগ, রপ্তানির জন্য পোর্ট এলাকায় হিমাগার অবকাঠামোর অভাব, কুল চেইন ব্যবস্থার অভাব, কৃষিপণ্য বিপণনে কার্যকর ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ঘাটতি ইত্যাদি।

৫.৩.৫ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে খামার যন্ত্রপাতির জন্য প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন সহায়তা (হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ৭৫% হারে এবং দেশের অবশিষ্ট এলাকায় ৫০% হারে ভর্তুকি) প্রদান করা হচ্ছে। "সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প" ও "খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি-২য় পর্যায়" প্রকল্পের আওতায় কম্বাইন হারভেস্টার ১২১৯২ টি, রিপার ৮৮৯৩টি, পাওয়ার টিলার, ১৩১৮২টি, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র, পাওয়ার থ্রেসার ১৬৫৩২টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ৫৭২টি, মেইজ শেলার ২৩৪২টি, পটেটো ডিগার ১০৭৭টি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণের ফলে হাওরের বোরো ধান আগাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। গত ৪ বছরে আগাম বন্যায় হাওড়ের বোরো ধান নষ্ট হয়নি। শতকরা ১৮ ভাগ জমির ধান মেশিনের মাধ্যমে কর্তন করা সম্ভব হচ্ছে। সফলের সংগ্রহত্তোর অপচয় রোধ হয়েছে ৮-৯%, ফসলের সংগ্রহ খরচ হ্রাস পেয়েছে ৪৫.২৫%। রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এর

মাধ্যমে জমিতে চারা রোপণ করে কৃষকেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হচ্ছে এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সাশ্রয় হচ্ছে সময়, উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। শ্রমিকের সংকট দূর হচ্ছে এবং উৎপাদন বাড়ছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে মোট ৮১৪৩৬৫ টি প্রদর্শনী প্লট ও ৭৯৭৭৪ জন কৃষক/কৃষি কর্মকর্তাকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা কৃষির বিভিন্ন প্রযুক্তি দেশব্যাপী সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে। এ গবেষণায় খামার যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খন্ড খন্ড জমি এবং পাশাপাশি জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল আবাদ করায় খামার যন্ত্রপাতি বিশেষ করে কম্বাইন্ড হারভেস্টার ব্যবহার অনেকক্ষেত্রে কার্যকর ও ইকনোমিক উপায়ে করা সম্ভব হচ্ছে না। যন্ত্রপাতি চালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ চালক ও সময়মতো মেরামতের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেকানিকের অভাব রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য পর্যাপ্ত কৃষি প্রকৌশলী নেই।

৫.৪ **অন্যান্য পর্যবেক্ষণ:**

- প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন এ সংক্রান্ত পরিপত্রের অনুশাসন অনুসরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় কেন্দ্রিয় পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হয় না, বর্তমানে তা বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে;
- যথাসময়ে অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না;
- নানাবিধ কারণে MTBF এর প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করায় এডিপি/আরএডিপিতে প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে, এতে বছরের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে কর্ম সম্পাদন ব্যাহত হচ্ছে, এর ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব ঘটছে;
- প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ থাকায় ডিপিপি/আরডিপিপি'র পরিকল্পনা মোতাবেক কর্ম সম্পাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময় লাগছে, অতিরিক্ত সময়ের জন্য লোকবল, যানবাহন, জ্বালানিসহ অনেক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প ব্যয়ে প্রভাব পড়েছে, আবার বর্ধিত মেয়াদে নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার:

৬.১ সুপারিশ:

৬.১.১ ভূ-গর্ভস্থ পানি নির্ভর সেচ ব্যবস্থাপনার ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। একইসাথে নদী, খাল-বিল সংস্কারের অভাবে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা কমছে। এমতাবস্থায়, খাল/নালা/পুকুর খনন/পুনঃখনন/সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং জলাবদ্ধতা দূর করে জলাবদ্ধ ও অধঃপতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.১);

৬.১.২ নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন: সৌরশক্তি ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.১);

৬.১.৩ সেচ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.১);

৬.১.৪ বিএডিসি ও বিএমডিএ-এর সংস্থার কার্যক্রমের পরিধি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.১);

৬.১.৫ বিএডিসি-এর আওতায় বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল ও যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এবং বীজ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.৩)

৬.১.৬ বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য বিএডিসির ৩৪ টি খামারে প্রায় ৬,০০০ একর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে। পুরাতন কৃষি যন্ত্রপাতি ও বীজ সংরক্ষণাগারের অপ্রতুলতার কারণে খামারগুলোর উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে; তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামারে বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন: ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার, রাইসট্রান্সপ্লান্টার, স্প্রেয়ার, হাইড্রোটিলার, রিপার, ড্রায়ার, উইনোয়ার, থ্রেসার মেশিন ইত্যাদি সরবরাহ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-৫.৩.৩);

৬.১.৭ কৃষক পর্যায়ে সময়মত সার ও বীজ পৌছানোর জন্য পর্যাপ্ত ট্রাক, পিকআপ, ভ্যান সরবরাহ করা যেতে পারে;

৬.১.৮ কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে মাটি ও পানির বিশুদ্ধতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জৈব বালাইনাশক ও জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.২);

৬.১.৯ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে কৃষি। কৃষিকে রক্ষা করতে হলে জৈব ও অজৈব খাত সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা যেতে পারে;

৬.১.১০ ক্রমবর্ধিষ্ণু কৃষি উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমবর্ধমান সারের চাহিদা সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.২);

৬.১.১১ মাটি স্বাস্থ্য রক্ষা ও উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির জন্য জৈব পদার্থ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। দিন দিন রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফসল উৎপাদনের জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত জৈব সার উৎপাদন ও প্রয়োগ নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিত রাসায়নিক সার ব্যবহারের উপরে সার ডিলারসহ কৃষকদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.২);

৬.১.১২ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার একটি অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ। বর্তমান খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে আমদানিকৃত প্রায় ২৪.০০ হতে ২৫.০০ লক্ষ মে. টন ননইউরিয়া (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) সার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় গুদাম না থাকায় নতুন গুদাম নির্মাণসহ পুরাতন গুদাম মেরামত করে সার সংরক্ষণের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.২);

৬.১.১৩ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রত্যেকটি সার গুদামকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

৬.১.১৪ কৃষকদের নিকট সঠিক সময়ের মধ্যে সার পৌছানোর লক্ষ্যে নিজস্ব পরিবহন (ট্রাক ও পিকআপ) সহ আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

৬.১.১৫ কৃষি বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে অঞ্চল/পণ্যভিত্তিক আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত প্রয়োজনীয় বাজার অবকাঠামো (পাইকারি /কালেকশন পয়েন্ট/ প্রাইমারি প্রসেসিং সেন্টার/ কৃষিপণ্যের প্যাকিং হাউজ/ হিমাগার ইত্যাদি) স্থাপন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রথমে একটি বিস্তারিত বেজলাইন সার্ভে/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.৪);

৬.১.১৬ কৃষিপণ্য বিপণনে কার্যকর ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.৪);

৬.১.১৭ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির কার্যকর ও ইকনোমিক ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকদের সমজাতীয় ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে পাশাপাশি কয়েকটি জমির চাষ একটি যন্ত্র দ্বারা সফলভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.৫);

৬.১.১৮ কম্বাইন হারভেস্টর, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, সিডার ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্রের পরিচালনা ও মেরামতের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ মেকানিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে। সুতরাং, এ সকল অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্রের পরিচালনা ও মেরামতের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ মেকানিকদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ চালক ও মেকানিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে (অনুচ্ছেদ ৫.৩.৫);

৬.১.১৯ প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পরিহারে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সঠিকভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.২.৩ এবং অনুচ্ছেদ ৫.২.৪);

৬.১.২০ ডিপিপি/আরডিপিপিতে বছরভিত্তিক আর্থিক সংস্থান মোতাবেক এডিপি/আরএডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। প্রকল্প গ্রহণ করার সময় Mid Term Budgetary Framework এর সিলিং বিবেচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৪);

৬.১.২১ মূল্য বৃদ্ধি এবং রেইট সিডিউলের পরিবর্তন পরিহার করার জন্য নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.৪);

৬.১.২২ বাস্তবতার নিরিখে প্রাক্কলন প্রস্তুতকরতঃ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.২.৫);

৬.১.২৩ সরকারি পরিপত্রের অনুশাসন অনুসরণ করে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় কেন্দ্রিয় পরিবহন পুলে জমা নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৫.৪);

৬.১.২৪ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলির কারণে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের সৃষ্টি হয়। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৫.২.৩);

৬.১.২৫ প্রকল্প সংশোধনের সময় নতুন নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রকল্প সংশোধনির সময় নতুন অংগ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি যথাসম্ভব পরিহার করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৫.২.৩ এবং অনুচ্ছেদ ৫.২.৪); এবং

৬.১.২৬ যথাসময়ে অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে যথাসময়ে অডিট সম্পন্ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৫.৪)।

৬.২ উপসংহারঃ

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ধান, ভুট্টা, আলু, সবজি ও ফলসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময়োচিত কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, খাদ্য উৎপাদনে অর্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রেখে আধুনিক, ব্যয় সাশ্রয়ি ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন হচ্ছে।